পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র সংকলন

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

ফেব্রুয়ারী ২০১৯

Compilation of Fact Sheets

February 2019

Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম

সূচীপত্র (Index)

পৃষ্ঠা নং

১। পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে বক্স কালভার্ট নির্মাণ, পোল্ডার ৪৭/৪ — ০১
Box culvert construction by water management group (WMG), polder 47/4

২। পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে বেড়িবাঁধের ভাংগা অংশ মেরামত, পোল্ডার ২৭/১ — ০২
Repairing breached embankment by WMG, polder 27/1

৩। পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে খাল পুনঃখনন, পোল্ডার ৪৩/২এ — ০৩
Canal re-excavation by WMG, 43/2A

৪। স্বেচ্ছাশ্রমে খালের পলি অপসারণ, পোল্ডার ৪৩/২ডি — ০৪
Silt removal by voluntary labor, polder 43/2D

৫। পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে স্লুইস এর কাঠের কপাট নির্মাণ, পোল্ডার ৪৭/৩ — ০৫
Wooden gate construction by WMG, polder 47/3

৬। পানি ব্যবস্থাপনা দলের যৌথ উদ্যোগে বেড়িবাধের ভাঙ্গন রোধ ও বাঁধ মেরামত, পোল্ডার ৫৫/২সি — ০৬
Preventing breaching and repairing embankment by collective action, polder 55/2C

৭। পানি ব্যবস্থাপনা দলের যৌথ উদ্যোগে বেড়ীবাঁধ মেরামত, পোল্ডার ৫৫/২এ — ০৭
Repairing embankment by collective action, polder 55/2A

৮। পরিচালন ও রণাবেণ তহবিল গঠনে মৌসুম ভিত্তিক শষ্য সংগ্রহ, পোল্ডার ৪৩/২এফ — ০৮
Crop collection for seasonal operation and maintenance fund creation, polder 43/2F

৯। পাটুখালী পানি ব্যবস্থাপনা দল অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের রোল মডেল, পোল্ডার ৪৩/২ডি — ০৯
Patukhali WMG is a role model in maintaning water management infrastructure, polder 43/2D

১০। পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে মাঠনালা তৈরী সমাধান হল দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতার, পোল্ডার ৪৩/২ডি — ১০
Field channel excavation for solving long lasting water logging problem by WMG, polder 43/2D

১১। যৌথ উদ্যোগে মাঠনালা তৈরী ও কচুরীপানা পরিষ্কার, পোল্ডার ৪৩/২এফ — ১১
Collective action for field channel excavation and water hyacinth cleaning, polder 43/2F

১২। শাখা খালে আড়বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে আমন মৌসুমে চাষাবাদ, পোল্ডার ৫৫/২সি — ১২
Building cross dam on branch canal for T. Aman cultivation, polder 55/2C

১৩। পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে প্রায় ৩০০ বিঘা জমির আমন ধান রক্ষা, পোল্ডার ২ — ১৩
WMG initiative to protect Aman rice in 300 bighas of land, polder 2

১৪। কাঠের বক্স কালভার্ট স্থাপনের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসন ও লবণ পানি প্রতিরোধ, পোল্ডার ৩৪/২ পার্ট — ১৪
Reduction of water logging and stopping saline water intrusion by constructing box culvert, polder 34/2 part

১৫। বাসক পাতার ব্যবসা করে বেকারত্ব মুক্ত হলো সাতক্ষীরার হাফিজুল, পোল্ডার ২ — ১৫
Bashok leaf supply business made Hafizul solvent, polder 2

১৬। উন্নত পদ্ধতিতে দেশী হাঁস-মুরগী পালন বিজনেস ক্লাষ্টার গ্রাম, পোল্ডার ২৫ — ১৬
Emergence of local poultry cluster village by adopting market oriented improved production technology, polder 25

১৭। জিন্নাহ সরদার, বেড়িবাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের নেতৃত্বে রোল মডেল, পোল্ডার ২ — ১৭
Jinnah Sarder, a role model of leading embankment re-sectioning work, polder 2

১৮। মুরগি পালনে শিল্পী বেগমের সাফল্য, পোল্ডার ৫৫/২সি — ১৮
Success of Shilpy Begum in poultry rearing, polder 55/2C (also at sl. No. 24)

১৯। বসতভিটার জলাবদ্ধ জমিতে বস্তায় সবজি চাষ, পোল্ডার ২ — ১৯
Vegetable production using sack method at homestead, polder 2

২০। দুঃস্থ নারীর ভাগ্য পরিবর্তনে এলসিএস, পোল্ডার ৪৩/২এফ — ২০
LCS bringing change in the life of a destitute woman, 43/2F

পৃষ্ঠা নং

২১। হাঁস-মুরগি পালন ও সবজি চাষে রুবিনা বেগমের সাফল্য, পোল্ডার ৪৭/৪ ২১
Rubina Begum's success in poultry rearing and vegetable cultivation, polder 47/4

২২। নারীর ক্ষমতায়ণে পানি ব্যবস্থাপনা দলের ভূমিকা, পোল্ডার ৪৭/৪ ২২
The role of WMG in woman empowerment, polder 47/4

২৩। হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে পারিবারিক স্বচ্ছলতা, পোল্ডার ৪৭/৩ ২৩
Poultry rearing brings economic solvency of a family, 47/3

২৪। হাঁস মুরগি পালনে সফলতা বদলে দিয়েছে লিপি বেগমের জীবনমান, পোল্ডার ৫৫/২সি ২৪
Poultry raring brings change in living standard of Lipy Begum, polder 55/2C

২৫। উন্নত পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ, পোল্ডার ৫৫/২সি ২৫
Beef fattening using improved technology, polder 55/2C

২৬। জৈব বালাই নাশক ব্যবহারে সফলতা, পোল্ডার ৩৪/২ পার্ট ২৬
Success in using organic fertilizer, polder 34/2 part

২৭। গতানুগতিক সবুজি চাষ থেকে বাণিজ্যিক সবুজি চাষে রূপান্তর, পোল্ডার ৫৫/২এ ২৭
Shifting from traditional vegetable cultivation to commercial production, polder 55/2A

২৮। পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে গেইট অপারেটর নিয়োগ, পোল্ডার ৪৩/২এ ২৮
Appointing gate operator by WMG initiative, polder 43/2A

২৯। অভ্যন্তরীন পানি ব্যবস্থপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পোল্ডার ৫৫/২সি ২৯
Agricultural production increased by in polder water management, polder 55/2C

৩০। পতিত খালে মাছ চাষঃ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সম্মিলিত প্রয়াস, পোল্ডার ৪৩/২ডি ৩০
Collective action by WMG in fish culture in fallow canal, polder 43/2D

৩১। যৌথ কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাপস বাওয়ালীর সাফল্য, পোল্ডার ২২ ৩১
Taposh Bawali's success in organizing collective actions, polder 22

৩২। পুকুরে মাছচাষ ও পাড়ে সবৃজি চাষের সফল উদ্যোগ, পোল্ডার ৫৫/২এ ৩২
Successful initiative in producing pond fish and vegetable on pond dyke, polder 55/2A

৩৩। সাতক্ষিরার ২ নম্বর পোল্ডারে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষে সফলতা, পোল্ডার ২ ৩৩
Success in summer tomato production at Satkhira, polder 2

৩৪। পানি ব্যবস্থাপনা দলের মাধ্যমে বেড়ী বাঁধে সামাজিক বনায়ন, পোল্ডার ২৫ ৩৪
Social forestry on embankment by WMG, polder 25

৩৫। পারস্পরিক শিখনের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা দলের যৌথ উদ্যোগে মাছ চাষ, পোল্ডার ২৫ ৩৫
Collective fish production initiatives inspired by horizontal learning, polder 25

৩৬। পানি ব্যবস্থাপনা দলে যৌথভাবে বোরো ধান বীজ ক্রয়ের সুফল, পোল্ডার ২৫, ২৮/১ ও ৩১পার্ট ৩৬
Benefit of collective purchase of Boro seed by WMG, polders 25, 28/1 & 31 part

৩৭। ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় প্রায় ২০ বছর পর খাল থেকে আঁড় বাঁধ অপসারণ, পোল্ডার ২ ৩৭
Removal of cross dam from canal after 20 years with support from UP, polder 2

৩৮। ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় কচুরীপানা অপসারণ, পোল্ডার ৪৩/২ডি ৩৮
Cleaning of water hyacinth with support from UP, polder 43/2D

৩৯। জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে কাটাখালী খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল ও ইউনিয়ন পরিষদের সফল অংশিদারিত্ব, পোল্ডার ৫৫/২সি ৩৯
Successful partnership between Katakhali khal WMG and UP for solving water logging problem, polder 55/2C

৪০। শক্তিশালী পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠনে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা, পোল্ডার ৩৪/২ পার্ট ৪০
The role of UP in organizing strong WMG, polder 34/2 part

মুখবন্ধ

জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের জন্যে পোল্ডার বাসীদের যে ক্রমাগত প্রচেষ্টা তাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আমরা ভাগ্যবান যে, তাদের এই চেষ্টাকে আমরা নানাভাবে উৎসাহিত করতে পেরেছি। কিন্তু আমরা এই কৃতিত্বের একক ভাগিদার-তা কখনও মনে করি না। প্রকৃতপক্ষে কৃষকরা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য গুলো একজন আরেকজনের কাছ থেকে শিখেন।

ব্লু গোল্ড কারিগরি দলের সদস্যগন পোল্ডারবাসীদের নানা সফল ও অভিনব প্রচেষ্টাগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন যা খাইরুল ইসলাম সংকলন আকারে প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। এই দ্বিতীয় সংকলনটি সেই প্রচেষ্টার ফল। এই সাফল্যের গল্প গুলো যেমন আমাদের উৎসাহ যোগায় তেমনি তা অন্যান্য পানি ব্যবস্থাপনা দলের জন্যেও উৎসাহজনক। তাই সকল ব্লু গোল্ড কারিগরি দলের সদস্যদের কাছে আশা, তারা যেন এইরকম সাফল্য গাঁথা গুলো সংগ্রহ অব্যাহত রাখেন ও খায়রুল ইসলামের কাছে সরবরাহ করেন। এতে করে ভবিষ্যতে সংকলনের আকার স্ফীত হতে পারবে।

একটি আশংকা থেকে যায় যে, সংকলন গুলো যেন সেলফে বা ড্রয়ারে বন্দী না হয়ে পড়ে। বছর খানেক পরে যদি এইরকম একটি সংকলন ঝকঝকে ও অব্যবহৃত অবস্থায় পাওয়া যায় তা মোটেও ভাল লাগবে না। আমাদের প্রত্যাশা এগুলো খুব ভালভাবে পঠিত হবে যা দেখলে এটা বোঝা যাবে যে, এতে বর্ণিত ধারনা গুলো কাজে এসেছে। পোল্ডার দলগুলোর কাছে আহবান, তারা যেন এই সাফল্যগুলো পানি ব্যবস্থাপনা দলগুলোর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার জন্যে উৎসাহিত করেন।

ভাল ও অভিনব কাজের তালিকা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। পারস্পরিক শিখন প্রক্রিয়ার এটা শুরু মাত্র। যেসব পানি ব্যবস্থাপনা দল আগ্রহী হবেন তাদের যথাযথ স্থানে গিয়ে এই সাফল্য দেখার সুযোগ করে দেয়া হতে পারে, যাতে তারা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন ও নিজস্ব পরিকল্পনা প্রনয়ণ করতে পারেন। এই বছরের শেষের দিকেই এমন উদ্যোগ নেয়া হতে পারে যাতে একটি দল আরেক দলের কাছ থেকে শিখতে পারবেন। ব্লু গোল্ড প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে প্রস্তুত। সিডিএফ এবং পোল্ডার দলগুলো যে কোন ধরনের সহায়তা প্রদান ও প্রয়োজনীয় তদারকি করতে আগ্রহী। এমনকি প্রয়োজনে জোন পর্যায়ে এবং ঢাকা থেকে বিশেষজ্ঞগন যে কোন ডাকে সাড়া দিবেন। পানি ব্যবস্থাপনা দলের এ জাতীয় উদ্যোগে অর্থপূর্ন সহায়তা করা আমাদের দায়িত্ব শুধু নয় বরং এক ধরনের বিশেষ সুযোগ।

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে বক্স কালভার্ট নির্মাণ

প্রেক্ষিত ঃ

পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার ভারানীর খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল টি ৪৭/৪ পোল্ডারে রামনা বাঁধ নদীর কোল ঘেঁসে অবস্থিত। দলটির এলাকায় মোট ১২টি কালভার্ট রয়েছে তার মধ্যে ভারানীর খাল এর উপর একটি যা প্রায় বিগত পাঁচ বছর ধরে অকেজো। জলাবদ্ধতার ফলে কৃষি কাজ ব্যাহত হয়।

বর্ণনা: ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম ২০১৭ সালে জানুয়ারী মাসে কাজ শুরু করে। ভারানীর খাল পানি ব্যবস্থাপনা দলটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, কৃষি উৎপাদন ও পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করে যাচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা দল গত ০৯/০৫/২০১৮ ইং তারিখে দলের সকল সদস্যদের নিয়ে একটি বিশেষ সভা করে। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত অনুসারে, সকলের চাঁদা ও স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে একটি কাঠের বক্স কালভার্ট নির্মাণ ও স্থাপন করা হয়। এতে মোট খরচ হয় ৩৫,০০০/- টাকা। চলতি বছরে মাঠে আমন ধানের চাষ হয়েছে এবং পানি সংরক্ষন করে রবি ফসল চাষের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

সূচক ঃ সরেজমিনে পরিদর্শন ও পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাথে যোগাযোগ করলে এ সম্পর্কে তথ্য জানতে পারবেন।

সবল দিক ঃ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সংগঠিত হয়ে উদ্যোগ গ্রহণ। নিজেদের সমস্যা সমাধানে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি।

চ্যালেঞ্জ ঃ কাঠের তৈরী বক্স কালভার্ট দীর্ঘ দিন টেকসই হবে না, পরবর্তীতে সকল অংশগ্রহনের মাধ্যমে নতুন কালভার্ট তৈরী ও স্থাপন করা।

যোগাযোগ : **জনাব মো: বদরুল আলম,** সভাপতি, ভারানীর খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল,
পোল্ডার নং ৪৭/৪, বালিয়াতলী, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
মোবাইল নম্বর-০১৭৩০-১৮৯১০৫

পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্দোগে বেড়িবাঁধের ভাংগা অংশ মেরামত

প্রেক্ষিত ঃ

খাজুরা পানি ব্যবস্থাপনা দল ডুমুরিয়া উপজেলার ২৭/১ পোল্ডারে ১৫ টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি পানি ব্যবস্থাপনা দল। এই দলটিতে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে আসছে। দলটি নিয়মিত মাসিক সভা, সাধারন সভা, সঞ্চয় কার্যক্রম, পরিচালন এবং রক্ষনাবেক্ষন তহবিল গঠন, যৌথভাবে ঘেরে মাছ চাষ, বেড়িবাঁধে তালের চারা রোপন, কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়ন, যৌথভাবে সজিনা ও সবজি বিক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম করার ফলে অর্থনৈতিকভাবে যেমন লাভবান হয়েছে তেমনি দলটি পরিচিতির সাথে সাথে সামাজিক মান মর্যাদা ও গ্রহন যোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্ণনা: এই পানি ব্যবস্থাপনা দলটি ২০১৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর গঠন করা হয় যার নির্বাহী কমিটিতে পুরুষ ০৮ জন এবং ০৪ মহিলা জন অন্তঃভুক্ত। পানি ব্যবস্থাপনা দলটি ১০ মে, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক রেজিঃ প্রাপ্ত হয় যার নং কেএইচইউ-০২৩৩। পানি ব্যবস্থাপনা দলে অন্তঃভুক্ত মোট খানার সংখ্যা ১৫৬।

পোল্ডার ২৭/১এ অবস্থিত খাজুরা স্লুইস। এই দলের সদস্যদের জীবন জীবিকা কৃষি কাজের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। খাজুরা বেড়িবাঁধে দুইপার্শ্ব দিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহের সমস্ত কৃষি জমি অবস্থিত।খাজুরা বেড়িবাঁধটি বালিয়াখালি ব্রিজের প্রধান রোড়ে গিয়ে মিশেছে। এই বেড়িবাঁধটি গ্রামের মানুষের চলাচলের রাস্তা। এইটি প্রায় ২কিঃমিঃ লম্বা। কিন্তু গত বছরের অতিবৃষ্টির কারনে বেড়িবাঁধের বেশ কয়েকটি জায়গা ভেংগে গিয়ে চলাচলের এবং উৎপাদিত কৃষি পন্য আনা নেওয়ায় দারুন সমস্যা তৈরি করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা দল নিজেদের মাসিক মিটিং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। পরবর্তীতে মাসিক মিটিংএর সভায় সকলেই একমত হন যে, এই কাজটির জন্য দলের সকল সদস্যর সহযোগিতা দরকার বিধায় একটি সাধারন সভা আহবানের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাধারন সভায় দলের সম্পাদক সাহেব আজকের মিটিং এর উদ্দেশ্য পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন কিভাবে এই ভাংগা অংশ মেরামত করা যায়, এর জন্য কোন কোন খাতে কি পরিমানের খরচ হবে, খরচের টাকা কিভাবে সংগ্রহ হবে, অন্যান্য আর কি উপায় আছে যা দিয়ে এ সমস্যার সমাধান করা যায়। উল্লেখ্য যে এই পানি ব্যবস্থাপনা দলের পরিচালন এবং রক্ষনাবেক্ষন তহবিলে কিছু টাকা জমা আছে। অনেকে সে টাকা খরচ করার জন্য প্রস্তাব করেন কিন্তু দলের অধিকাংশ সদস্য একমত হন যে এই মুহুর্তে এই কাজের টাকা খরচ না করে যদি আমরা নিজেরাই সবাই মিলে একদিন বা অর্ধবেলা কাজ করি তাহলে এই ভাংগা অংশ ভরাট হয়ে যাবে এবং একটি দিন ঠিক করেন যেদিন সবাই সকাল ৯.০০ টায় ডালি এবং কোদাল নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হবেন। যেই কথা সেই কাজ। সকলেই সেদিন উপস্থিত হয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে কাজে লেগে যায় এবং সকলের সহযোগিতায় ভাংগা অংশ পুনরায় চলাচলের উপযোগী হয়ে যায় যার সুবিধা শুধুমাত্র দলের সদস্যরাই নন দলের বাইরের সদস্যরা ভোগ করছে। এই কাজটি করতে গিয়ে পানি ব্যবস্থাপনা দল বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে অবকাঠামো সমূহের ছোট খাট পরিচালন এবং রক্ষনাবেক্ষন জন্য এই তহবিলের টাকার পরিমান বাড়ানো অতি জরুরী কেননা প্রতি বছর বর্ষা আসবে এবং একই ঘটনা আবারো ঘটবে যার ফলশ্রুতিতে উৎসব মুখর পরিবেশে দলের ১২১ জন সদস্যের মাধ্যমে নগদ মোট ৭১০০.০০ (সাত হাজার একশত টাকা) টাকা পরিচালন এবং রক্ষনাবেক্ষন খাতে সংগ্রহ হয়। দলের একজন সদস্য সর্বোচ্চ ১০০০.০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ১০.০০ টাকা প্রদান করেন। ফলে এইখাতে দলের মোট তহবিল দাড়াল ১০,২০০.০০ টাকা (দশ হাজার দুইশত টাকা) মাত্র।

সূচক ঃ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাথে কথা বলে এবং স্থান পরিদর্শন করলে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

সবল দিক ঃ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাথে কথা বলে এবং স্থান পরিদর্শন করলে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

চ্যালেঞ্জ ঃ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সকল সদস্যদের এই কাজে স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহন করানো ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আরোও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হল এই ভাংগা গড়ার কাজ চলতেই থাকবে যার পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে পানি ব্যবস্থাপনা দল এই খাতে আগাম তহবিল বাড়ানোর উদ্দোগ গ্রহন করেছে।

যোগাযোগ : মোঃ আঃ মতলেব গোলদার,
সভাপতি, রুদাঘরা পানি ব্যবস্থাপনা দল, মোবাইল নং ০১৭১০০৩৭১৭৫

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে খাল পুন:খনন

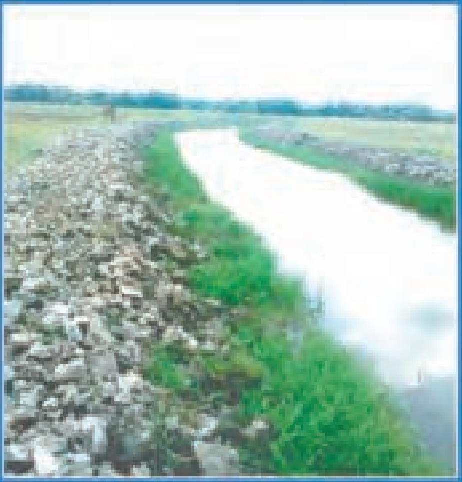

প্রেক্ষিত ঃ

পশ্চিম বড় বিঘাই পানি ব্যবস্থাপনা দলটি পটুয়াখালী সদর উপজেলার বড় বিঘাই ইউনিয়নের আওতায় ৪৩/২এ পোল্ডারে অবস্থিত। জিনতলা খাল অত্র পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতাধীন একমাত্র খাল, উক্ত খালের প্রায় ১.৪০০ কি:মি: ভরাট হওয়া শরীফ বাড়ির বিলের কোলা/মাঠে (প্রায় ১৫০ একর জমি) আমন মৌসুমে জলাবদ্ধতা ও রবি মৌসুমে পানির অভাব দেখা দিত। পশ্চিম বড় বিঘাই পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতায় শতকরা ৮০ ভাগ জমিতে স্থানীয় জাতের আমন ধানের চাষ হত এবং রবি মৌসুমে স্থানীয় জাতের মুগ ডাল, বাদাম, মরিচ খেসারী ডাল চাষ হত। জলাবদ্ধতা ও পানির অভাবে ফসলের উৎপাদন আশানুর হতো না।

বর্ণনা: ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে অত্র পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতায় শরীফ বাড়ির বিলের কোলা/মাঠে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কর্তৃক ঈঅডগ-এর কার্যক্রম নেওয়া হয় এবং রোপন করা হয় বিআর ২৩। CAWM-এর আওতায় জিনতলা খাল (১১১০মিটার) পুন:খনন এর উদ্যোগ নেওয়া হয়, তবে শর্ত থাকে যে, খাল খননের জন্য মোট খরচের ৪০ ভাগ পানি ব্যবস্থাপনা দলকে প্রদান করতে হবে। পানি ব্যবস্থাপনা দলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ বিশেষ সভায় সাধারণ সদস্যদের সাথে আলোচনা করলে সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষন করেন। পানি ব্যবস্থাপনা দল মার্চ ২০১৮ সালে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর সহায়তা জিনতলা খাল পুন:খনন এর কাজ শুরু করেন (মোট খরচ হয় ৩৯১,০০০টাকা, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম প্রদান করে ২৩৪,০০০ টাকা এবং অবশিষ্ট টাকা পানি ব্যবস্থাপনা দল সংগ্রহ করেণ)। কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যগণ বুঝতে পারে না যে, আরো ৩০০ মিটার খাল পুন:খনন না করলে জলাবদ্ধতার সমস্যার সমাধান হবে না। পরবর্তী সময়ে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা সবাই মিলে নিজ খরচে ৩০০ মিটার খাল পুন:খনন করেন।

সূত্র ঃ সরজমিনে পরিদর্শন ও পশ্চিম বড় বিঘাই পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করলে এ সম্পর্কে তথ্য জানতে পারবেন।

সবল দিক ঃ পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে ও ব্লু গোল্ড এর সহযোগিতায় শরীফ বাড়ির বিলের কোলা/মাঠে পানি ব্যবস্থাপনার সমস্যার সমাধান হয়েছে। বর্তমানে উক্ত বিলে শতভাগ জমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ হচ্ছে। কৃষকগণ আশা করছেন আমন ধানের বাম্পার ফলন হবে এবং রবি মৌসুমে বারি মুগ-৬ ও অন্যান্য ফসলের চাষাবাদ বৃদ্ধি পাবে।

চ্যালেঞ্জ ঃ সঠিকভাবে সময়মত রক্ষণাবেক্ষন নিশ্চিত করা।

যোগাযোগ : **মো: মনিরুজ্জামান (স্বপন)**, সভাপতি, পশ্চিম বড় বিঘাই পানি ব্যবস্থাপনা দল, পোল্ডার নং ৪৩/২এ, বড় বিঘাই, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী, মোবাইল নং ০১৭১২-৬২৭৩২৫

মো: আসাদুজ্জামান (খলিল), সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিম বড় বিঘাই পানি ব্যবস্থাপনা দল, পোল্ডার নং ৪৩/২এ, বড় বিঘাই, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী মোবাইল নং ০১৭১৯-৮৪৮০২১

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে স্লুইস এর কাঠের কপাট নির্মাণ

প্রেক্ষিত ঃ

পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার ৪নং মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন এর আওতাধীন ৪৭/৩ পোল্ডার। পোল্ডারে মোট ৮ টি স্লুইস গেট রয়েছে। ৮টি স্লুইসের কপাট প্রায় ৪ বছর যাবত অকেজো। যার কারণে পানি নিয়ন্ত্রন করা যায় না। ফলে কৃষি কাজ ব্যাহত হচ্ছে। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম ২০১৭ সালে জানুয়ারী মাসে কাজ শুরু করেন। ৪৭/৩ পোল্ডারে মোট ৮ পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন করা হয়। মেলাপাড়া খাল পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতায় মেলাপাড়া স্লুইস, পশ্চিম মধুখালী স্লুইস পানি ব্যবস্থাপনা দল এর আওতায় পশ্চিম মধুখালী স্লুইস এবং তেগাছিয়া আজিমুদ্দিন খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল এর আওতায় তেগাছিয়া আউটলেট এর কপাট প্রায় ৪ বৎসর যাবত অকেজো অবস্থায় রয়েছে। যার ফলে শুস্ক মৌসুমে লবন পানি ঢুকে এবং বর্ষা মোসুমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।

বর্ণনা: পানি ব্যবস্থাপনা দল তিনটি বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সদস্যদের নিকট থেকে দুইটি স্লুইস ও একটি আউটলেটের কাঠের কপাট তৈরী করার জন্য মোট ২৫,০০০ টাকা সংগ্রহ করে এবং মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ ৩,০০০ টাকা প্রদান করেন। সর্বমোট ২৮,০০০ টাকা খরচ করে দুইটি স্লুইস ও একটি আউটলেটের জন্য ৭ টি কাঠের কপাট তৈরী ও স্থাপন করেন। আশা করা যায় যে, চলতি আমন মোসুমে ৮৫০ একর জমির জলাবদ্ধতার সমস্যা হবে না ও আমন ধানের ভাল ফলনে সহায়ক হবে। শুস্ক মৌসুমে মিঠা পানি সংরক্ষন করে, রবি ফসলের সেচ কাজে ও ব্যবহার করা যাবে।

সূচক ঃ সরেজমিনে পরিদর্শন ও পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাথে যোগাযোগ করলে এ সম্পর্কে তথ্য জানতে পারবেন।

সবল দিক ঃ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সফল নেতৃত্ব ও যৌথ উদ্যোগ।

চ্যালেঞ্জ ঃ লবন পানিতে কপাট নষ্ট হয়ে যায় এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়মিতভাবে সকল সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

যোগাযোগ : **জনাব মো: কাজী রফিকুল ইসলাম**, সভাপতি, মেলাপাড়া খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল, পোল্ডার নং ৪৭/৩, মিঠাগঞ্জ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী। মোবাইল নম্বর-০১৭১৯-৬৫৯০২৪

জনাব মো: সোহাগ মুন্সি, সভাপতি, পশ্চিম মধুখালী স্লুইস পানি ব্যবস্থাপনা দল, পোল্ডার নং ৪৭/৩, মিঠাগঞ্জ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী, মোবাইল নং ০১৭১৬২২৫১৮৬

জনাব মো: গোলাম রহমান, সভাপতি, তেগাছিয়া-আজিমুদ্দিন খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল, পোল্ডার নং ৪৭/৩, মিঠাগঞ্জ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী, মোবাইল নং ০১৭৭৫৫৬৬৫১০

সেচ্ছাশ্রমে খালের পলি অপসারণ

প্রেক্ষিত ঃ পোল্ডার ৪৩/২ডি এর অন্তর্গত পক্ষিয়া ক্যাচমেন্টের একটি ছোট কৃষি ইউনিট পক্ষিয়া বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন মৃধার কোলায় (মাঠে) ৪২ জন কৃষকের প্রায় ৩০ একর কৃষি জমি রয়েছে। এই মাঠে সেচ এবং পানি নিষ্কাশনের একমাত্র খাল হোগলানিয়ার খালের শাখা খাল মৃধার খালের মুখ পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ায় রবি, আউশ এবং আমন এই তিন মৌসুমেই সেচ এবং পানি নিষ্কাশনের সমস্যার কারণে বিগত কয়েক বছর যাবৎ ফসল উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যহত হচ্ছে। বিগত দুই বছর যাবৎ অসময়ে বৃষ্টির কারণে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে মুগ, এবং সূর্যমুখীর ব্যপক ক্ষতি হয়। অন্যদিকে পানির অভাবে রবিশস্যে প্রয়োজনমত সেচ দেয়া সম্ভব হয়না। অথচ ২০০ মিটার খালের পলি অপসারণ করলেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। সিএডাব্লিউএম এর আওতাভুক্ত হওয়া সত্তোও গত বছর আমরা বেশীরভাগ জমিতে বাধ্য হয়ে দেশী জাতের মোটা ধান আবাদ করি কিন্তু সামান্য বাতাস এবং বৃষ্টির কারণে প্রায় সমস্ত ধান মাটিতে পরে যায় এবং পানিতে পঁচে নষ্ট হয়ে যায়।

বর্ণনা: উল্লেখিত সমস্যার সমাধানের জন্য পক্ষিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দল তাদের সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ২০ মার্চ, ২০১৮ তারিখে ৪২ জন কৃষক সেচ্ছাশ্রমে ২০০ মিটার খালের পলি অপসারণ করে। এর ফলে সমাধান হল দীর্ঘদিনের ফসল চাষের সমস্যার। ব্লু গোল্ড ডিএই পার্টের প্রকল্প পরিচালক তাহমিনা বেগম এবং আইএমইডির পরিচালক সাইফুল ইসলাম উপস্থিত হয়ে খালের পলি অপসারণ কাজের উদ্বোধন করেন। পানি ব্যবস্থাপনা দলের সভাপতি বলেন, এবছর আমরা মৃধার কোলার পুরো মাঠে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান আবাদ করেছি।

সূচক ঃ এলাকার কৃষকদের সাথে আলোচনা করে জানা যাবে, সরজমিন মাঠ/মাঠশালা পরিদর্শণের মাধ্যমে দেখা যাবে। পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের সাথে কথা বলে জানা যাবে।

সবল দিক ঃ জলাবদ্ধতার নিরশন হয়েছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসলের চাষ বৃদ্ধি। সঠিক সময়ে বীজতলা তৈরী এবং চারা রোপন সম্ভব হবে। কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে। রবি মৌসুমে সেচের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

চ্যালেঞ্জ ঃ সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ অব্যাহত রাখা।

যোগাযোগ : আবুল কাসেম,
সভাপতি, পক্ষিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দল,
মোবাইল নং ০১৭৩৪২৪৮৫৪৮

পানি ব্যবস্থাপনা দলের যৌথ উদ্যোগে বেড়িবাধের ভাঙ্গন রোধ ও বাঁধ মেরামত

প্রেক্ষিত ঃ

মধুপুরা সেনাথ খাঁ খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলা এবং পোল্ডার ৫৫/২সি এর আওতাধীন একটি দল। দলটির এলাকা নদীর বাঁকে অবস্থিত বলে নদী-ভাঙ্গনের কারণে বহুদিন যাবৎ বেড়ীবাঁধ তীব্র হুমকিতে আছে। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের মাধ্যমে একটি নতুন বাঁধ (Retired Embankment) করার চেষ্টা ছিল কিন্তু এলাকার জনগণ জমির ব্যবস্থা করতে পারেনি বলে সমস্যার সমাধান হয়নি। এ সমস্যা থকে উত্তরনের জন্য তারা মধুপুরা বাজার সংলগ্ন বাঁধ মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

বর্ণনা: ২০১৮ সালের জুলাই মাসে মধুপুরা সেনাথ খাঁ খাল পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতাধিন মধুপুরা বাজার সংলগ্ন বেড়ীবাঁধে অতি বৃষ্টি ও প্রবল জোয়ারের ফলে নদীর পানির চাপে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয় যার ফলে পুরো এলাকাটি পানিতে ভেসে যাবার হুমকিতে পড়ে যায়। জরুরি ভিত্তিতে মিটিং করে মধুপুরা সেনাথ খা খাল পানি ব্যবস্থাপনা দলের পক্ষ থেকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে এলাকার জনগনের সহযোগিতায় প্রথমে কিছু মাটি দিয়ে বাঁধ রক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু তা সফল হয়না। পরবর্তীতে আবারও জনগনের সহযোগিতা নিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে ৩৫০০০/- টাকা ব্যয়ে বাঁধের ভাঙ্গন ঠেকাতে সক্ষম হয়। বালুর বস্তায় খরচ হয় ১২০০০/- টাকা এবং মাটি কাটার জন্য খরচ হয় ২৩০০০/- টাকা, সর্বমোট খরচ হয় ৩৫০০০/- টাকা। এ কাজে অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষনের তহবিল ও সাধারণ সদস্যদের থেকে টাকা সংগ্রহ করে খরচ করা হয়। এর ফলে এবার এলাকায় আমন ধান চাষ করা সম্ভব হয়েছে।

সূচক ঃ স্থান পরির্দশন, পানি ব্যবস্থাপনা দল, ইউনিয়ন পরিষদ এবং এলাকাবাসীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যাবে।

সবল দিক ঃ জনসমষ্টিকে সংগঠিত রাখা সঠিক নেতৃত্ব বজায় রাখা ইউপি ও স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখা।

চ্যালেঞ্জ ঃ পানি ব্যবস্থাপনা দল কর্তৃক যৌথ উদ্যোগে সঠিক সময়ে প্রয়োজনিয় পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন করা। ইউনিয়ন পরিষদ ও আন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের সাথে সুসর্ম্পক তৈরি ও আপদকালিন সময়ে উপকারভোগিদেরকে সুসংগঠিত করা।

যোগাযোগ : **আঃ রাজ্জাক সরদার,** সভাপতি, মধুপুরা সেনাথ খাঁ খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল।
পোল্ডার- ৫৫/২সি, দশমিনা, পটুয়াখালী, মোবাইল নং ০১৭১২৯৩৩১১০৭

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম

পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

পানি ব্যবস্থাপনা দলের যৌথ উদ্যোগে বেড়ীবাঁধ মেরামত

প্রেক্ষিত ঃ

আশুই বাড়িয়া বাহের মৌজ পানি ব্যবস্থপনা পোল্ডার নং ৫৫/২এ এর অন্যতম একটি সক্রিয়ও সংগঠিত দল। এলাকার সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থপনা জলাবদ্ধতা দূরিকরণ ও বেড়ীবাঁধ রক্ষনাবেক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি ও প্রবল জোয়ারের ফলে আশুই বাড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বেড়ীবাধ ভেঙে যায়।

বর্ণনাঃ আশুইবাড়িয়া বাহের মৌজ পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতাধীন বেড়ি বাঁধে মধ্য জুলাই, ২০১৮ ভাঙ্গন সৃষ্টি হয় এবং প্রায় ১৫ ফুট বেড়িবাঁধ ভেঙ্গে যায়।এতে আশুই বাড়িয়া বাহের মৌজা বিলের প্রায় ১০৫ একর ও পাশ্ববর্তী পানি ব্যবস্থাপনা দল বটওচর বদাইকাটি বিলের প্রায় ৫০ একর জমি প্লাবিত হয়ে যায় ফলে তাৎক্ষনিক ভাবে ঐ মাঠের অধিকাংশ বীজতলা নষ্ট হয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে আশুই বাড়িয়া বাহের মৌজ পানি ব্যবস্থাপনা দলের নেতৃবৃন্দ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পটুয়াখালী অফিসের সাথে যোগাযোগ করেন; কিন্তু তারা তাৎক্ষনিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন, তখন পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা দলের পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষণ তহবিল ও স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে বেড়িবাঁধ মেরামতের উদ্যোগ নেই। স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি জনাব মোহাঃ রফিক সিকদার পানি ব্যবস্থপনা দলের পরিচালনা রক্ষনাবেক্ষণ তহবিলে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করেন এবং পানি ব্যবস্থপনা দলের পরিচালনা রক্ষনাবেক্ষণ তহবিলের আরও ৪,০০০ (চারহাজার) টাকা যোগ করে, পানি ব্যবস্থাপনা দলের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধায়নে ৫৩ জন শ্রমিক স্বেচ্ছাশ্রমে দুই দিন কাজ করে বেড়িবাঁধ মেরামতের কাজ সম্পন্ন করে এবং কৃষকগণ ১৫৫ একর জমিতে আমন ধানের চারা রোপন করেন

(আত্নীয়-স্বজনদের নিকট থেকে সংগ্রহ ও ক্রয় করা চরা) এবং ভাল ফসলের আশা করছেন।

সূচক ঃ স্থান পরিদর্শন, পানি ব্যবস্থপনা দল, ইউনিয়ন পরিষদ, এবং এলাকাবাসীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যাবে।

সবল দিক ঃ পানি ব্যবস্থপনা দল কর্তৃক যৌথ উদ্যোগ, সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং আপদকালীন সময়ে উপকার ভোগীদের কে সংগঠিন করা।

চ্যালেঞ্জ ঃ পানি ব্যবস্থপনা দল কর্তৃক গৃহিত সফল উদ্যোগসমূহ টিকিয়ে রাখা, সঠিকভাবে রক্ষনাবেক্ষণ চালিয়ে যাওয়া, যৌথ উদ্যোগ ধরে রাখা, সঠিক নেতৃত্ব চলমান রাখা। স্থানীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখা।

যোগাযোগ : **মোঃ বশির মাতব্বর,**
সভাপতি আশুই বাড়িয়া বাহের মৌজ পানি ব্যবস্থপনা দল, পোল্ডার নং ৫৫/২এ,
মোবাইল নং ০১৭৩৯৪৯৫৬২৯

Blue Gold

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

পরিচালন ও রক্ষণাবেণ তহবিল গঠনে মৌসুম ভিত্তিক শষ্য সংগ্রহ

প্রেক্ষিত ঃ

৪৩/২এফ পোল্ডারটি বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার গুলিশাখালী ইউনিয়নে অবস্থিত। এই পোল্ডারটি ১ টি ইউনিয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ পোল্ডারে ২৭ টি পানি ব্যবস্থাপনা দল ও ৩ টি পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন রয়েছে। যার মধ্যে দক্ষিণ গোজখালী পানি ব্যবস্থাপনা দল অন্যতম, এ দলটি গোজখালী স্লুইস পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন, গোজখালী এবং ডালাচারা ক্যাচমেন্ট এর আওতায়।

বর্ণনা: কার্যকরি পানি ব্যবস্থাপনা দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ঠ হল, পানি ব্যবস্থাপনা দল কর্তৃক নিয়মিত ভাবে পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর পরিচলন ও রক্ষণাবেণ করণ। পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর নিয়মিত পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজে অর্থের প্রয়োজন হয়, এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ৪৩/২এফ এর পোল্ডার টিমের সদস্যগণ একটি ভিন্নধর্মী পন্থা অনুসরণের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা দলকে উদ্বুদ্ধ করেন, যেখানে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা আর্থিক চাঁদার পরিবর্তে মৌসুমী ফসল পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষণ তহবিল গঠনের জন্য প্রদান করবেন। এর ফলশ্রুতিতে জানুয়ারী, ২০১৮ সালে দক্ষিণ গোজখালী পানি ব্যবস্থাপনা দল মৌসুম ভিত্তিক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল গঠন করেন।

গোজখালী স্লুইস পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে ৫টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের সহযোগিতায় অপারেটর নিয়োগ ও মৌসুম ভিত্তিক শষ্য সংগ্রহ করা হয়। পানি ব্যবস্থাপনা দলসমূহ হচ্ছে যথাক্রমে- ১। দক্ষিণ গোজখালী; ২। উত্তর গোজখালী; ৩। ফকিরখালী গোজখালী; ৪। উত্তর ডালাচারা উত্তর এবং ৫। পশ্চিম কলাগাছিয়া পশ্চিম ৫ (পাঁচ) টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের এলাকায় মোট প্রায় ২২২৪ (দুই হাজার দুইশত চব্বিশ) একর জমিতে পানি প্রবাহ হয় তাই সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার জন্য ক্যাচমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্লুইস পরিচালিত হয়। গোজখালী স্লুইসে ২ জন অপারেটর রয়েছে ২ (দুই) জন যথাক্রমে- মোঃ শমসের সিকদার ও রিয়াজ মৃধা;

মৌসুম ভিত্তিক একটি নির্ধারিত তারিখে নির্ধারিত স্থানে জমি অনুযায়ী ফসল সংগ্রহ করা হয়। গত মৌসুমেও ১২৮৭৮/- (বার হাজার আটশত আটাত্তর) টাকার ফসল সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখিত ৫ (পাঁচ) টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের মতামতের ভিত্তিতে অপারেটরদের পারিশ্রমিক দেয়া হয়। আর বাকী টাকা স্ব স্ব পানি ব্যবস্থাপনা দলের তহবিলে জমা থাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এর ফলে প্রায় ২২২৪ (দুই হাজার দুইশত চব্বিশ) একর জমিতে সুষ্ঠ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন হচ্ছে।

সূচক ঃ এলাকা পরিদর্শন, পানি ব্যবস্থাপনা দলসমূহের সদস্যদের সাথে ও গেইট অপারেটরদের সাথে আলোচনা করলে জানা যাবে।

সবল দিক ঃ সফলতা দেখে পার্শ্ববর্তী বাইনচুনিয়া ও দেবপুর পানি ব্যবস্থাপনা দল অনুরূপ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছে। পানি ব্যবস্থাপনা দলের সফল নেতৃত্ব, সদস্যদের মধ্যে ভাল বোঝাপড়া।

চ্যালেঞ্জ ঃ সফল উদ্যোগ চালু রাখা, নিয়মিত অপারেটরদের মজুরী প্রদান ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শষ্য সংগ্রহ অব্যাহত রাখা।

যোগাযোগ : **মোঃ সহিদুল ইসলাম,** সভাপতি, দক্ষিণ গোজখালী পানি ব্যবস্থাপনা দল,
পোল্ডার নং ৪৩/২এফ, গুলিশাখালী, আমতলী, বরগুনা,
মোবাইল নং ০১৭২৬৬৮০৮৯৭

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

পাটুখালী পানি ব্যবস্থাপনা দল অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের রোল মডেল

প্রেক্ষিত : পোল্ডার ৪৩/২ডি এর আওতাধীন পাটুখালী পানি ব্যবস্থাপনা দল এমনই একটি সংগঠন যার সদস্যরা তাদের ক্যাচমেন্টের পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোগুলোকে নিজেদের সম্পদ হিসেবে মনে করে। তাই যত্নও নেয় নিজ সম্পদের মত করে। এই ক্যাচমেন্টের প্রধান খাল কাপুখালী স্লুইজ খাল একসময় কাউ জালে ঠাসাঠাসি ছিল। অব্যবস্থাপনায় কচুরীপানা এবং পলি জমে কৃষকদের মরণফাঁদে পরিণত হয়েছিল। আমন মৌসুমে জলাবদ্ধতা এবং রবি মৌসুমে সেচের পানির অভাব, দুটোই ছিল প্রকট। বিগত বছরগুলোতে জলাবদ্ধতার কারণে আমন মৌসুমে এই মাঠের প্রায় অর্ধেক জমির ফসল নষ্ট হয়ে যেত। উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান আবাদ করা যেতনা। রবি মৌসুমে সেচের পানির অভাবে উচ্চমূল্য ফসল চাষ করা সম্ভব হতনা।

বর্ণনা: পাটুখালী পানি ব্যবস্থাপনা দল ক্যাচমেন্ট এরিয়ার বেড়ীবাঁধের কোথাও কোন ভাঙ্গাচোরা বা গর্ত এখন আর দেখা যায়না। কাপুখালী স্লুইজের গোড়ার মাটি গত বর্ষায় ধ্বসে গিয়েছিল। তবে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণে মেরামতের ফলে বর্তমানে দেখে বোঝার উপায় নেই যে এখানে গত বর্ষায় বাঁধ সম্পূর্ন ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। গত বছর ব্লু গোল্ড এর সহায়তায় এলসিএস এর মাধ্যমে কাপুখালী খালটি পুণঃখনন করা হয়। খালটি খননের পর থেকে পানি ব্যবস্থাপনা দল খালটিতে কাউকে কোন কাউ জাল স্থাপন করতে দেয় না। নিয়মিত কচুরীপানা পরিষ্কার করে। পাটুখালী পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম বলেন- বিগত দিনে যে ভুল করেছি সে ভুলের পুনঃরাবৃত্তি আর করতে চাইনা। তাই এখন খাল পরিষ্কার, রাস্তায় মাটি দেয়া, স্লুইজ এর ছোটখাটো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সমস্ত কাজ সঠিক সময়ে সম্পন্ন করি। আর এসব কাজে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা স্বতস্ফুর্তভাবে অংশ গ্রহণ করে। এখন কৃষকদের প্রয়োজন মাফিক পানি উঠাতে এবং নামাতে পারি। ফলে গত বছর থেকে অনেক কৃষক উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান আবাদ করা শুরু করেছে। এবছর অনেকে সূর্যমূখী এবং বোরো আবাদ করেছে।

সূচক : এলাকার কৃষকদের সাথে আলোচনা, সরজমিন মাঠ/খাল পরিদর্শন, পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের সাথে আলোচনা ও অবকাঠামো পরিদর্শন করে জানা যাবে।

সবল দিক : জলাবদ্ধতার নিরসন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি। জীব বৈচিত্র এবং পরিবেশ ঠিক থাকবে। উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসলের চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্যাচমেন্ট এলাকার পানি ব্যবস্থাপনা উন্নত ও কৃষকের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

চ্যালেঞ্জ : নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ অব্যাহত রাখা।

যোগাযোগ : **দেলোয়ার হোসেন,** কোষাধ্যক্ষ, পাটুখালি পানি ব্যবস্থাপনা দল
মোবাইল নং ০১৭৭২৩৫০৯৫৮।

পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে মাঠনালা তৈরীতে সমাধান হল দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতার

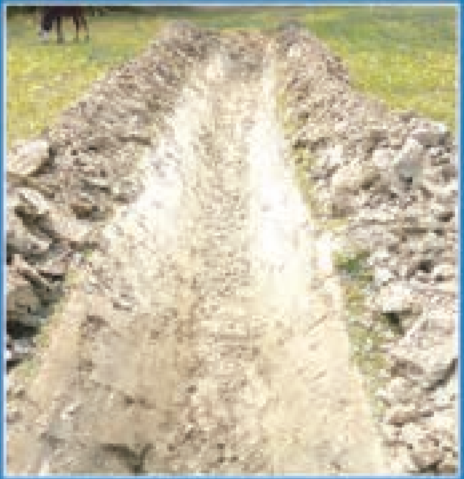

প্রেক্ষিত ঃ পোল্ডার ৪৩/২ডি এর আওতাধিন উত্তর বাজারঘোনা এলাকাটি ঈশ্বরগঞ্জ এর আওতাভূক্ত কেতুয়ার খালের পাশে অবস্থিত। ব্লু গোল্ড এর সহায়তায় এবছর কেতুয়ার খাল পুনঃ খননের পরিকল্পনা রয়েছে। এতে প্রায় ২০০ একর জমির জলাবদ্ধতার অবসান হতে যাচ্ছে কিন্তু খাল থেকে প্রায় ২০০ মিটার পশ্চিমে প্রায় ৪০ একর জমির জলাবদ্ধতার সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। কারণ খালের পাড়ের দিকটা তুলনামূলক উঁচু থাকায় এই ছোট মাঠের পানি খালে নামার কোনো সুযোগ নেই। গত বছর যখন এই মাঠে CAWM বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয় তখনই পানি ব্যাবস্থাপনা দলের সদস্যরা স্বেচ্ছাশ্রমে মাঠনালা তৈরী করে এই ৪০ একরের ছোট মাঠটিকে কেতুয়ার খালের সাথে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

বর্ণনা: উল্লেখিত সমস্যার সমাধানের জন্য উত্তর বাজারঘোনা পানি ব্যবস্থাপনা দল তাদের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ২৩-২৪ মার্চ ৩২ জন পুরুষ এবং ৫ জন নারী স্বেচ্ছাশ্রমে ২১০ মিটার মাঠনালা খনন করে। পানি ব্যবস্থাপনা দলের সভাপতি আবদুস সালাম বলেন- আমরা ব্লু গোল্ড এর কাছে অনুরোধ করেছিলাম কেতুয়ার খাল খননের জন্য আংশিক সহায়তা পওয়ার এবং মাঠনালা তৈরী সহ ছোটখাটো কাজ WMG র উদ্যোগে সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছুদিনের মধ্যেই কেতুয়ার খাল পুনঃ খনন সম্পন্ন হবে কিন্তু এই ছোট মাঠে যাদের জমি রয়েছে তারাতো এর সুবিধা পেত না। এই মাঠনালাটি তৈরী করার ফলে সমাধান হল ৪০ একর ফসলি জমির জলাবদ্ধতা সমস্যা। এখন আমরা এই মাঠেও আমন মৌসুমে আগাম জাতের উচ্চ ফলনশীল ধানের আবাদ করতে পারবো। পাশাপাশি সরিষা, সূর্যমুখী এবং বোরো ধানের চাষ করা সম্ভব হবে। কারণ এই মাঠনালা দিয়েই আমরা রবি শস্য এবং বোরো ধানের সেচের পানি তুলতে পারবো। তিনি ব্লু গোল্ড এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন- ব্লু গোল্ড যদি উৎসাহ না দিত, তাহলে এই মাঠনালা তৈরীর উদ্যোগই হয়ত নেয়া হত না।

সূচক ঃ এলাকার কৃষকদের সাথে আলোচনা করে জানা যাবে, সরজমিন মাঠ/মাঠনালা পরিদর্শণের মাধ্যমে দেখা যাবে। পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের সাথে কথা বলে জানা যাবে।

সবল দিক ঃ জলাবদ্ধতার নিরসন হয়েছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসলের চাষ বৃদ্ধি পাবে। সঠিক সময়ে বীজতলা তৈরী এবং চারা রোপন সম্ভব হবে। কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে। রবি মৌসুমে সেচের মাধ্যমে রবি ফসল চাষের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

চ্যালেঞ্জ ঃ সঠিক ভাবে রক্ষনাবেক্ষণ অব্যাহত রাখা।

যোগাযোগ : আব্দুস সালাম,
সভাপতি, উত্তর বাজারঘোনা পানি ব্যবস্থাপনা দল
ফোন- ০১৭১৮৯০৭০০৩

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

যৌথ উদ্যোগে মাঠনালা তৈরী ও কচুরীপানা পরিষ্কার

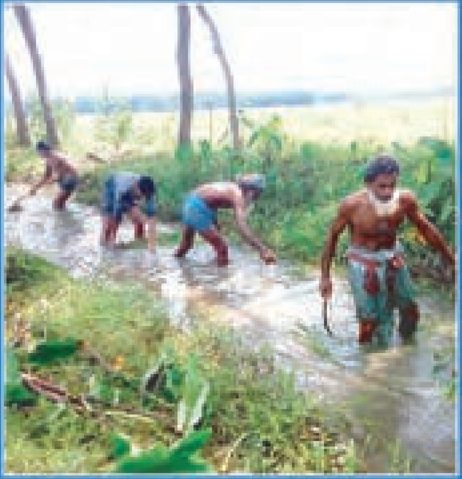

প্রেক্ষিত ঃ বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার আওতায় পোল্ডার নং- ৪৩/২এফ গুলিশাখালী ইউনিয়নে অবস্থিত উত্তর গোজখালী পানি ব্যবস্থাপনা দলটি অবস্থিত। এই সংগঠনটি একটি শক্তিশালী সংগঠন, ব্যবস্থাপনা কমিটি সহ দলের সকল সদস্য সংগঠনের কার্যক্রম যথাযথ ভাবে পালন করে চেষ্টা করছে। এ পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতায় খাল ছাড়া আর কোন পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও তারা মাঠনালা, আইল, খাল পরিষ্কার ইত্যাদি পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে চলেছে। কেতাব আলী হাজী/খালেক মৃধার কোলা/বিলে প্রায় ৬০ জন কৃষকের প্রায় ১০০ একর জমি রয়েছে। এই কোলা/বিলের ১৫ একর জমিতে জলাবদ্ধতার কারনে আউশের বীজতলা করতে পারত না। আর বাকি ৮৫ একর জমিতে পানির অভাবে বীজতলা করতে পারত না। আমন মৌসুমে ১০-১৫ একর জমিতে বীজতলা করতে পারলেও বাকি জমিতে চারার বয়স ৩০-৩৫ দিনের সময় জলাবদ্ধতার কারণে চারার গোড়া পঁচে নষ্ট হয়ে যায় এবং রবি মৌসুমের শেষের দিকে ভারী বৃষ্টির কারণে পানি জমে মুগ ডাল নষ্ট হয়ে যায়।

বর্ণনা: এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থাপনা দলের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষের নেতৃত্বে ৩ জন নারী ও ১৪ জন পুরুষ মোট ১৭ জন স্ব-উদ্যোগে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে কেতাব আলী হাজীর/খালেক মৃধার কোলা/বিল সংলগ্ন ৮৫০ মিটার মাঠনালার কচুরীপানা, দলঘাস, কলমির ঢোলের বেড়া পরিষ্কার এবং মাঠনালার ভিতরে যেখানে যেখানে বাঁধ দেওয়া ছিলো সে গুলো অপসারণ করেন। ফলে কোলার অধিকাংশ জমির পানি অপসারন করতে পেরেছে।

সূচক ঃ কেতাব আলী হাজীর/খালেক মৃধার কোলা পরিদর্শন, পানি ব্যবস্থাপনা দল ও সাধারন জনগনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে জানা যাবে।

সবল দিক ঃ বাস্তব সমস্যা সমাধানে পানি ব্যবস্থাপনা দলের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ ও পানি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব স্থানীয় পর্যায়ে গ্রহণ ও স্থানীয় সম্পদের সফল ব্যবহার।

চ্যালেঞ্জ ঃ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে চলমান উদ্যোগটি অব্যাহত রাখা, অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপ প্রতিহত করা।

যোগাযোগ : **মোঃ শফিক মৃধা,** সভাপতি, উত্তর গোজখালী পানি ব্যবস্থাপনা দল,
পোল্ডার নং- ৪৩/২এফ, গুলিশাখালী, আমতলী, বরগুনা
মোবাইল নম্বর- ০১৭৩৯৯০৯০৩৩

মনিরুজ্জামান আক্তার, কোষাধ্য, উত্তর গোজখালী পানি ব্যবস্থাপনা দল,
পোল্ডার নং- ৪৩/২এফ, গুলিশাখালী, আমতলী, বরগুনা।
মোবাইল নম্বর- ০১৭২৪৭৭২১১২

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

শাখা খালে আড়বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে আমন মৌসুমে চাষাবাদ

প্রেক্ষিত ঃ
কল্যানকলস প্রধান খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল পটুয়াখালী জেলার অর্ন্তগত গলাচিপা উপজেলার পোল্ডার ৫৫/২সি এর উল্লেখযোগ্য একটি পানি ব্যবস্থাপনা দল। এই দলটি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের মাধ্যমে (এল সি এস) পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং ব্লু গোল্ডের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বেড়িবাঁধের পুনঃনির্মাণ করেন। পোল্ডার ৫৫/২সি এর কল্যানকলস প্রধান খাল পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতায় একটি শাখা খালের নাম করমজাতলা। অত্র খালের পানি দ্বারা রাজাবাড়িয়ার বিল ও তালুকদারের বিলের চাষাবাদ করা হয়। বিগত কয়েক বছর ধরে খালের নাব্যতা কমে যাওয়ায় চাষাবাদ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। খালের সংলগ্ন বিল দুটি আবার তুলনামূলক উঁচু জমি। যার জন্য পানি থাকেনা। এই পানি ব্যবস্থাপনা দলটি, তার এলাকায় পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন ও বাজার সংযোগ উন্নয়নে সক্রিয় আছে।

বর্ণনা: এ সমস্যা সমাধানের লক্ষে অত্র পানি ব্যবস্থাপনা দল ব্লু গোল্ডের প্রোগ্রাম-এর পরামর্শ অনুযায়ী করমজাতলার খালে আড়বাঁধ তৈরী করে। উক্ত কাজের নেতৃত্ব দেন পানি ব্যবস্থাপনা দলের সভাপতি জনাব আবদুল মোতালেব তালুকদার, কাজটি বাস্তবায়ন করতে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও সাধারণ সদস্যরা সহযোগিতা করেন। এছাড়া তারা সেখানকার পার্শ্ববর্তী একটি কালভার্টের কাঠের দরজা তৈরি ও স্থাপন করেন। করমজাতলার খালে আড়বাঁধ দেয়ার ফলে সেখানে সুষ্ঠুভাবে আমন চাষাবাদ হয়েছে, ধানকাটা শেষ হলে আবার ভালোভাবে রবি মৌসমে ফসল চাষ করা যাবে। ফসলের সম্ভাব্য ফলন নিয়ে বর্তমানে কৃষকরা খুবই আশাবাদি। আড়বাঁধ এবং কালভার্টের দরজা নির্মাণে ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল থেকে নগদ অর্থ ব্যয় করেছে, যার পরিমান ১১,৫০০ টাকা। বাকি কাজ তারা স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছে।

সূচক ঃ কৃষকের সাক্ষাৎকার নিলে এবং আমন মৌসুমে সরজমিনে পরিদর্শন করলে এ সম্পর্কে তথ্য জানা যাবে।

সবল দিক ঃ পোল্ডার ৫৫/২সি এ কল্যানকলস প্রধান খাল পানিব্যবস্থাপনা দলের আওতাধীন ২০০ একর এলাকায় আমন চাষ করা হয়েছে। যার ফলে, কৃষক অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দারুন ভাবে লাভবান হবেন।

চ্যালেঞ্জ ঃ পানি ব্যবস্থাপনা দলের মাধ্যমে সঠিক ভাবে খালের পানি ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখা, খালের রক্ষনাবেক্ষন করা।

যোগাযোগ : আবদুল মতালেব তালুকদার, সভাপতি,কল্যানকলস প্রধান খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল। পোল্ডার-৫৫/২সি, গলাচিপা, পটুয়াখালী। মোবাইল নং ০১৭১৮৮০০৪৫১

Blue Gold

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে প্রায় ৩০০ বিঘা জমির আমন ধান রক্ষা

প্রেক্ষিত ঃ

পুর্ব কচুর বিলে প্রতি বছর জলাবদ্ধতায় প্রায় ৩০০ বিঘা জমির আমন ধানের ক্ষতি হয়ে থাকে। ধুলিহর বাজারের পানি সহ অত্র এলাকার আরো প্রায় ৫০০ বিঘা বসত ভিটার পানি ও কচুর বিলে পড়ে। কিন্তু পানি নিষ্কাশনের এক মাত্র মাঠ নালাটি আবর্জনায় পরিপুর্ন এবং রাস্তা সংলগ্ন কালভার্টের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল।

বর্ণনা: পুর্ব কচুর বিল পানি ব্যবস্থাপনা দল এ সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের মাসিক সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয় যে কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর অফিস থেকে প্রাপ্ত টাকা ব্যবহার করে প্রায় ১ কিঃ মিঃ নালা পরিস্কার ও প্রায় ৫০ মিঃ নালা তৈরী করে রাস্তা সংলগ্ন কালভার্টের সাথে সংযোগ স্থাপন করবে। পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২২ জন (১২ জন পুরুষ + ১০ জন নারী) ২ দিনে প্রায় ১ কিঃ মিঃ নালা পরিস্কার ও ৫০ মিঃ নালা তৈরীর কাজ করে। এ কাজ সম্পন্ন করতে প্রায় ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা খরচ হয়। কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পর থেকে অত্র এলাকার পানি নিষ্কাশনের আর সমস্যা হচ্ছে না। এখন নালার মাধ্যমে কালভার্ট হয়ে ছাগলা স্লুইস দিয়ে পানি নিষ্কাশন হচ্ছে। ফলে জলাবদ্ধতা জনিত ক্ষতির হাত থেকে প্রায় ৩০০ বিঘা জমির আমন ধান রক্ষা পেয়েছে।

সূচক ঃ

১। পূর্ব কচুর বিলে প্রায় ৩০০ বিঘা জমির আমন ধানের ফলন ভালো হয়েছে যা সরেজমিনে দেখা যাবে।

২। পানি ব্যবস্থাপনা দল ও ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যাবে।

সবল দিক ঃ জমির মালিক, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও সাধারণ সদস্যের মধ্যে সম্পর্ক ভালো। নালাটি তৈরীর কাজের ক্ষেত্রে সকলে একমত হয়ে সহযোগিতা করেছে। এলাকায় পুর্ব কচুর বিল পানি ব্যবস্থাপনা দলের জনপ্রিয়তা ও ইউনিয়ন পরিষদেও সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে।

চ্যালেঞ্জ ঃ নালা তৈরীর জায়গায় অনেক গভীর থাকায় মাটি পাওয়া একটি চ্যালেঞ্জ।

যোগাযোগ : **মোঃ অলিয়ার রহমান শিমুল,** সভাপতি, পুর্ব কচুর বিলের খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল, ব্রহ্মরাজপুর ইউনিয়ন, পোল্ডার ০২, সাতক্ষীরা। মোবাইল নং-০১৭১৭-৫৩০৪৮৮

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

কাঠের বক্স কালভার্ট স্থাপনের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসন ও লবণ পানি প্রতিরোধ

প্রেক্ষিত ঃ

বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন ৩৪/২ পার্ট পোল্ডারের প্রায় ৬০% এলাকা কৃষি জমি আর ৪০% এলাকা ঘেরে/পুকুরে মাছ চাষ । কুলটিয়া, ভাতগামী, জয়পুর এবং হাসেমপুর এই চারটি গ্রামের পানি কাটাখালী স্লুইস গেট হয়ে মত্তাপশর নদীতে পরে। কিন্তু দীর্ঘ দিন যাবৎ কাটাখালী স্লুইসের গেইটি নষ্ট থাকায় চারটি গ্রামের প্রায় ৩০০ একর জমির ফসল জলাবদ্ধতা ও লবন পানির কারণে নষ্ট হয় এবং সময়মত পানি ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হয় না। প্রভাবশালী লোকজন ঘেরে মাছ চাষ করে সুবিধা নিচ্ছে কিন্তু সাধারণ কৃষক পানি ব্যবস্থাপনা করে ফসল ফলাতে পারছে না।

বর্ণনাঃ ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম ২০১৭ সালে শেষ দিকে কাজ শুরু করেন। চারটি গ্রাম নিয়ে স্থানীয় জনগণ গণতান্ত্রিক উপায়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের সহযোগিতায় গত ২৬/০৪/২০১৮ তারিখে কাটাখালী খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন করেন। দল গঠনের পর ব্যবস্থাপনা কমিটি সাধারণ সদস্যদের নিয়ে মিটিং এর মাধ্যমে কাঠের কালভার্ট স্থাপনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় জুন, ২০১৮ইং মাসে ১৯৫০০/= (উনিশ হাজার পাঁচ শত) টাকা নগদ ব্যয় এবং স্বেচ্ছা শ্রমে কাটাখালী খালে কাঠের বক্স কালভার্ট তৈরী স্থাপন করে কৃষকদের আস্থা অর্জন করে। ফলে প্রায় ৩০০ একর জমি জলাবদ্ধতা মুক্ত হয়ে চাষের আওতায় আসে।

সূচক ঃ কাটাখালী খাল পানি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং এলকার জনগনের সাথে কথা বললে জানা যাবে। সরজমিনে স্থাপিত কাঠের কালভার্ট দেখা যাবে।

সবল দিক ঃ আগামী ফসলে পর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন চাঁদা সংগ্রহ করা সহজ হবে। পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠনের গুরুত্ব বুঝতে পারছে। রবি ও আমন ফসল চাষে পানি ব্যবস্থাপনা সহজ হবে।

চ্যালেঞ্জ ঃ দীর্ঘ দিন টিকিয়ে রাখা এবং সঠিক সময়ে স্লুইস মেরামত করা।

যোগাযোগ : মোঃ আঃ হাকিম, সভাপতি, কাটাখালী খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল, বটিয়াঘাটা, খুলনা, মোবাইল নং ০১৭২৮২৯২৩৮৩

বাসক পাতার ব্যবসা করে বেকারত্ব মুক্ত হলো সাতক্ষীরার হাফিজুল

প্রেক্ষিত ঃ

বেকার অবস্থায় দিন যাপন করতো হাফিজুল ইসলাম, বাড়ি সাতক্ষীরা জেলার ফিংড়ী ইউনিয়নে অবস্থিত উত্তর ফিংড়ী গ্রামে যা পোল্ডার-০২ এর আওতাধিন। সে মরিচ্চাপ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাধারন সম্পাদক। সে খুবই আর্থিক কষ্টে জীবন যাপন করতো। এলাকায় বাসক পাতার প্রাপ্যতা ও এর ঔষধি গুনাগুন সম্পর্কে জানতে পেরে হাফিজুলের জীবনের পরিবর্তন শুরু হয়।

বর্ণনা: গত বছরে ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম এর সহযোগিতায় একমি কোম্পানির জাতীয় পর্যায়ের সংগ্রাহক রফিক নামের এক বাসক পাতা ক্রেতার সহিত হাফিজুলের পরিচয় হয়। সে প্রথমে তার নিকট কিছু পাতা বিক্রয় করে কিছু অর্থ উপার্জন করে। যার ফলে তার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এটাকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সে ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম এর সাথে যোগাযোগ করতে থাকে।

পরবর্তীতে সে ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম এর সহায়তায় একজর স্কয়ার নামের বড় ঔষধ কোম্পানীর কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। তারপর থেকেই শুরু হয় হাফিজুলের জীবনের পরিবর্তন। সে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট থেকে কাঁচা পাতা সংগ্রহ করে শুকানোর কাজ শুরু করে। তার মাধ্যমে এলাকার দরিদ্র নারীদেরও কর্মসংস্থাপন হয়েছে। সে ফিংড়ী ইউনিয়নে বাসক পাতা বিক্রি করার জন্য একটি বাসক পাতা বিক্রয় সেন্টার খুলেছে। এ পর্যন্ত তার মাধ্যমে শুকনা পাতা বিক্রয় হয়েছে প্রায় ২০০ কেজি। যার বাজার মূল্য ৪০টাকা কেজি হিসাবে ২০০ x ৪০=৮০,০০০/- টাকা সে কাঁচা পাতা ক্রয় করে ৭ টাকা প্রতি কেজি হিসাবে। প্রতি ৪ কেজি কাঁচা পাতায় শুকনা পাতা হয় ১ কেজি। এই লাভজনক ব্যবসায় হাফিজুল খুবই আনন্দিত। সে বেকারত্বের অভিসাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। আগামী দিনগুলো যেন আরো বাসক পাতা বিক্রয় করে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠন করতে পারে এবং সে অত্র এলাকায় বাসক হাফিজুল নামে সবার মাঝে পরিচিত হতে চায়।

সূচক ঃ হাফিজের সাথে আলোচনা ও তার বাসকপাতা বিক্রয় সেন্টার পরিদর্শনের মাধ্যমে বিস্তারিত জানা যাবে।

সবল দিক ঃ বাসক পাতা বাড়ীর আঙ্গিনায়, রাস্তার পাশে এবং পতিত জায়গায় প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়। বেকার, দুঃস্থ পুরুষ ও নারীদের সারাবছর বাড়তি উপার্জনের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ ঃ পাতা সংগ্রহের পরে অতিমাত্রায় বৃষ্টি হলে পাতা পচে যেতে পারে অথবা গুনাগুন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। স্কয়ার ঔষধ কোম্পানীর সংগ্রাহক সময়মত না আসলে পাতা সংরক্ষণ করা বড় চ্যালেঞ্জ।

যোগাযোগ : **মোঃ হাফিজুল ইসলাম,**
সাধারন সম্পাদক, মরিচ্চাপ পানি ব্যবস্থাপনা দল, ফিংড়ী ইউনিয়ন, সাতক্ষীরা।
মোবাইল- ০১৭৩৪১৫৮১৬৮

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

উন্নত পদ্ধতিতে দেশী হাঁস-মুরগী পালন ও বিজনেস ক্লাস্টার গ্রাম

প্রেক্ষিতঃ টিপনা পানি ব্যবস্থাপনা দল খুলনা জেলাধীন ডুমুরিয়া উপজেলা ২৫ নং গোভার এলাকায় অবস্থিত। ৩২০ জন সদস্য নিয়ে টিপনা পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠিত। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হলেন নারী। টিপনা গ্রামের নারীরা হাঁস-মুরগী পালনে খুবই উৎসাহী এবং তারা গতানুগতিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী পালন করেন। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম ১১তম সাইকেলে উন্নত পদ্ধতিতে দেশি হাঁস/মুরগী পালন ও মার্কেট ওরিয়েন্টেশন এর উপর কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালনা করেন টিপনা পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের।

বর্ণনা: উন্নত পদ্ধতিতে দেশি হাঁস/মুরগী পালন ও মার্কেট ওরিয়েন্টেশন কৃষক মাঠ স্কুলে ২৩ জন নারী এবং ২ জন পুরুষ ৮টি সেশনে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে হাতে কলমে বাস্তব মুখি প্রশিক্ষন গ্রহণ করেন। কৃষকের কৃষি উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে হাঁস-মুরগীর উন্নত বাসস্থান তৈরি, টিকা প্রদান খাদ্য ক্রয়, হাঁস/মুরগী বিক্রয় এবং হাজলে বাচ্চা ফুটানো, মা মুরগী থেকে বাচ্চা আলাদাকরণ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেন। তাছাড়াও মুরগীর আর্দশ ঘর সর্ম্পকে বাস্তব ভিত্তিক ধারণা প্রদানের জন্য ট্রায়াল হিসাবে আসমা বেগম কে একটি আর্দশ মুরগীর ঘর প্রদান করা হয়। টিপনা পানি ব্যবস্থাপনা দলের প্রশিক্ষন প্রাপ্ত কৃষক/কৃষানির পাশাপাশি গ্রামের সাধারন সদস্যরা দেশি হাঁস-মুরগী পালন একটি ব্যবস্যা হিসাবে গ্রহণ করেছে। ব্লু গোল্ড কর্তৃক সরবরাকৃত মুরগীর আর্দশ ঘর দেখে একই গ্রামে ১৮ জন কৃষাণী আর্দশ মুরগীর ঘর তৈরী করেছেন (১১ জন কৃষক মাঠ স্কুলের প্রশিক্ষিতপ্রাপ্ত কৃষক এবং ৭ জন কৃষক মাঠ স্কুলের বাইরের কৃষক)। উন্নত পদ্ধতিতে দেশি মুরগী পালন করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে ব্যস্ত সময় পার করছে টিপনা পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা। এ দেখে এলাকার কৃষকদের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামটি উন্নত পদদ্ধিতে দেশি মুরগীর বিসনেস কাসটার গ্রাম হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছে।

সূচক: সরজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যাবে এবং তাদের সাথে আলোচনা করলে বাস্তব তথ্য উঠে আসবে।

সবল দিক: বছরে কমপক্ষে ৫-৬ বার বাচ্চা ফুটাতে পারবে। যৌথভাবে টিকা প্রদান, খাদ্য ক্রয়, হাঁস/মুরগী বিক্রয় এবং ডিম বিক্রয় করতে পারবে। নারীদের অর্থনৈতিক কাজে সম্পৃক্ততা এবং পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে।

চ্যালেঞ্জ : গরীব চাষীর পক্ষে আর্দশ মুরগীর ঘর তৈরী করা। সময়মত টিকা নিশ্চিত করা।

যোগাযোগ : কোহিনুর বেগম, সভাপতি, টিপনা পানি ব্যবস্থাপনা দল,
মোবাইল নম্বর: ০১৯৪৭-৫১৬৩৯৪

জিন্নাহ সরদার, বেড়িবাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের নেতৃত্বে রোল মডেল

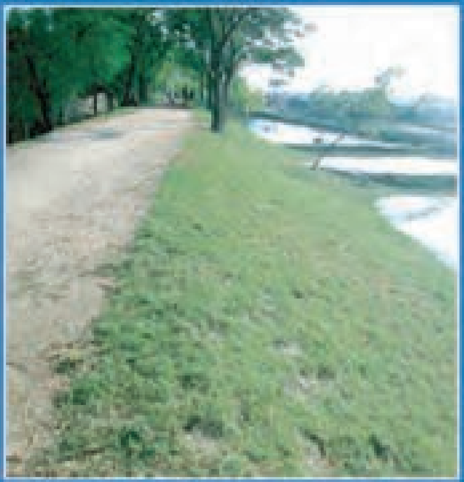

সূর্যখালী-২ পানি ব্যবস্থাপনা দলটি পোল্ডার নং ২ এর একটি শক্তিশালী এবং কার্যকরী পানি ব্যবস্থাপনা দল। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের শুরু থেকেই এ দলটি পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করে আসছে। সাংগঠনিক দিক থেকে ও এ দলটি অধিকতর শক্তিশালী। পানি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এ দলের সভাপতি মোঃ জিন্নাহ সরদার রোল মডেল হিসেবে গুরুত্ব পূর্ন ভূমিকা পালন করছেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এল সি এসের সাথে চুক্তির মাধ্যমে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বেড়ি বাঁধ পুনরাকৃতিকরণে সূর্যখালী -২ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সভাপতি মোঃ জিন্নাহ সরদার সফলতার বাহক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

বর্ণনা: মোঃ জিন্নাহ সরদার, সূর্যখালী-২ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সভাপতি যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের আওতায় বেড়িবাঁধ পুনরাকৃতিকরনের জন্য ৬০ সদস্য বিশিষ্ট বেলি ফুল এল সি এস নামক দল গঠন করা হয়। সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২, বাংলাদেশ পান্নি উন্নয়ন বোর্ড এর অধীনে পোল্ডার নং ২এর বেঁড়িবাঁধের কিঃমিঃ ৩৬.৪৩৭ হতে ৩৬.৬৬৭=২৪০ মিটার বেড়িবাঁধ পুনরাকৃতিকরনের কাজটি উক্ত দল ৮ই মে ২০১৮ তারিখে শুরু করে কাজ সমাপ্তির ৪ মাস পূর্বেই অর্থাৎ আগষ্ট ২০১৮ইং এর মধ্যেই কাজটি ডিজাইন মোতাবেক সম্পন্ন করে সফলতার উদহারণ সৃষ্টি করেছেন। কাজের শুরু থেকেই মোঃ জিন্নাহ সরদার বাংলাদেশ পান্নি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের পরামর্শকদের সহায়তার জন্য সব সময় যোগাযোগ করে কাজটি নকশা মোতাবেক গুনগত মান সম্পন্ন এবং গ্রহন যোগ্য কাজ হিসাবে পরিগনিত হওয়ার জন্য আপ্রান চেষ্টা করেন।

যদিও কাজটি সমাপ্তির তারিখ ছিল ৩০শে ডিসেম্বর ২০১৮ ইং কিন্তু মোঃ জিন্নাহ সরদারের বলিষ্ঠ ভূমিকায় কাজটি আগস্ট ২০১৮ ইং এর মধ্যে শেষ হয়। বাপাউবো এবং টি এ জোনাল ইঞ্জিনিয়ার যৌথ ভাবে পোস্ট ওয়ার্ক মিজারমেন্ট করেন। কাজের গুনগত মান অত্যন্ত সন্তোষজনক বলে পান্নি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা বৃন্দ এবং টি এ টিম অভিহিত করেন। বাপাউবো র উপ-সহকারী প্রকৌশলী মোঃ আবুল হোসেন ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের আওতায় বেড়িবাঁধের পুনরাকৃতি কাজ করেছেন এমন ঠিকাদারদেরকে উল্লেখিত কাজটি পরিদর্শনপূর্বক বেঁড়িবাঁধের কাজগুলো মোঃ জিন্নাহ সরদারের কাজের মত সুসম্পন্ন ও গুনগত মান সম্পন্ন করার আহবান জানান। উল্লেখ্য যে, মোঃ জিন্নাহ সরদারের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কাজটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও ব্লু গোল্ডের টিএ টিমের কাছে একটি মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সর্বোপরি বেড়িবাঁধের এ পুনরাকৃতিকরণ কাজটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে সুসম্পন্ন করার একটি সফল এবং উজ্জল দৃষ্টান্ত।

সূচক ঃ প্রত্যক্ষ পরিদর্শন, পানি ব্যবস্থাপনা দল, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যাবে।

সবল দিক ঃ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সভাপতির বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দলের সদস্যবৃন্দ ও এল সি এস সদস্যবৃন্দের আন্তরিকতা, ব্লু গোল্ডের টিএ প্রকৌশলীবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষন, দিক নির্দেশনা ও উদ্যোগ ।

চ্যালেঞ্জ ঃ সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা দলের নৈমিত্তিক রক্ষনাবেক্ষন নিশ্চিতকরণ, পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নৈমিত্তিক মেরামত / রক্ষনাবেক্ষনের জন্য তহবিলের অপ্রতুলতা। সহযোগিতার পরিবেশ ও সফল নেতৃত্ব অব্যাহত রাখা, ঐক্যবদ্ধ থাকা, আন্তরিকতা, সততা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ।

যোগাযোগ : **মোঃ জিন্নাহ সরদার,** সভাপতি, সূর্যখালী-২ পানি ব্যবস্থাপনা দল, পোল্ডার-২, সাতক্ষীরা।
মোবা: ০১৭৬১-৮৪৯০০৮

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

মুরগি পালনে শিল্পী বেগমের সাফল্য

প্রেক্ষিত ঃ

পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার ৫৫/২সি পোল্ডারের বাসবাড়িয়া গ্রামের অধিবাসী শিল্পী বেগম স্বামী আবু তাহের। স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী ও দুই ছেলে মেয়েকে নিয়ে তার সংসার। তার স্বামী পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাধারণ সদস্য এবং শিল্পী বেগম ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের কৃষক মাঠ স্কুল থেকে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত। শিল্পী বেগম ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের সদস্য হওয়ার পূর্বে শুধুমাত্র পারিবারিক কাজ করতেন কোনরকম অর্থ আয়ের উপায় তার ছিল না।

বর্ণনা: ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে শিল্পী বেগম ব্লু গোল্ডে-এর কৃষক মাঠ স্কুল (এফ এফ এস) এর মাধ্যমে বসতবাড়ির আঙিনায় সবজিচাষ, হাঁস মুরগী পালন ও পুষ্টি প্রশিক্ষন পান এবং প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগাতে শুরু করেন। চালের কুড়া, ডালের কুড়া, মাছের আইস ডিমের খোসা, লবন ও শাকসব্জি দিয়ে মুরগির জন্য সুষম ও পুষ্টিকর খাবার তৈরি করেন তিনি। যার ফলে, আগের তুলনায় মুরগি দ্রুত বড় হয় ও বেশি ডিম দেয়। তিনি মুরগি সুস্থ রাখার জন্য উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল থেকে টিকা ও ঔষধ নিজে এনে নিজ হাতে টিকা দেন। যার ফলে শিল্পী বেগমের মুরগীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এছাড়াও তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, নিজের ফোটানো মুরগির বাচ্চা পেলে বড় করে অর্থ আয় করতে সময় লাগছে তাই, তিনি মুরগি পালনের সাথে এক মাস বয়সের মুরগি গ্রাম থেকে এবং অন্যান্য এফএফএস সদস্যদের থেকে কিনে মোটাতাজা করার জন্য দুই-আড়াই মাস পালন করে বিক্রী করেন। এভাবে গত এক বছরে তিনি ৫০০ টি মুরগীর বাচ্চা এবং ৩০০ টি হাঁসের বাচ্চা মোটাতাজা করে বিক্রী করেছেন। বছর শেষে হাঁস ও মুরগির বাচ্চা ক্রয়, খাবার, বাসস্থান, ভ্যাকসিনসহ আনুষাঙ্গিক খরচ বাদ দিয়েও তিনি ১৫০,০০০/= টাকা লাভ করেছেন। বর্তমানে তিনি ১০০,০০০/= টাকা দিয়ে হাঁস মুরগী পালন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। বাকি ৫০,০০০/= টাকা তার স্বামীকে ব্যাবসায়িক কাজে খাটানোর জন্য দিয়েছেন। শিল্পী বেগম হাঁস মুরগি পালনের মাধ্যমে তার আয়ের পথ তৈরি করেছেন। গ্রামের অন্যান্য নারীরাও তাকে অনুসরণ করছে।

সূচক ঃ সরজমিনে পরিদর্শন, শিল্পী বেগম এবং পানি ব্যবস্থাপনা দল ও কৃষকমাঠ স্কুলের সদস্যদের সাথে আলোচনা করলে এ সম্পর্কে জানা যাবে।

সবল দিক ঃ উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি পালনে মানুষ উৎসাহিত হচ্ছে। হাজল ব্যবহার করে গতানুগতিক পদ্ধতির তুলনায় বেশি বাচ্চা উৎপাদন করতে পারছে। পারিবারিক আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা মিটাতে মুরগির বাচ্চা মোটাতাজা করার ধারণা পেয়েছে।

চ্যালেঞ্জ ঃ রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সময়মত টিকা/ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা সেবা পাওয়া।

যোগাযোগ : **মোসাঃ শিল্পি বেগম**, সদস্য, এফএফএস (১০ম সাইকেল)
কাটাখালী খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল ও কাটাখালী খাল কৃষক মাঠ স্কুল।
পোল্ডার- ৫৫/২সি, গলাচিপা, পটুয়াখালী, মোবাইল নং ০১৭১৪৭৯২৮৫৬

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

বসতভিটার জলাবদ্ধ জমিতে বস্তায় সবজি চাষ

প্রেক্ষিত ঃ

সাজেদা খাতুন পোল্ডার-২ এর সাতক্ষীরা সদর উপজেলায় ব্রম্মরাজ পুর ইউনিয়নে অবস্থিত জেয়ালা বাধনভাঙ্গা পানি ব্যবস্থাপনা দলের একজন সাধারন সদস্য। দলটিতে পানি ব্যবস্থাপনা ছাড়াও ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের সহযোগিতায় কৃষক মাঠ স্কুলের আয়োজন করা হয়। ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে সাজেদা খাতুন জেয়ালা বাধনভাঙ্গা পানি ব্যবস্থাপনা দলের একজন সাধারন সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি সংগঠনের সিদ্ধান্তে এই কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্য হবার সুযোগ পান এবং কৃষক মাঠ স্কুল থেকে তিনি বাড়ির আঙিনায় পতিত জায়গায় উন্নত পদ্ধতিতে সবজি চাষের কলা কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে তার অধিক আগ্রহ আর প্রচেস্টা তাকে সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেয়।

বর্ণনা: দীর্ঘ দিন পড়ে থাকা জলাবদ্ধ পতিত জায়গায় সাজেদা খাতুন কৃষক মাঠ স্কুলের শেখা উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রথমে ৫৩টি বস্তায় মাটি ভরাট করে প্রায় ৫ শতক জমিতে পুঁই শাকের চারা রোপন করেন। প্রতিটি বস্তায় মাটির সাথে মিশ্রন করেন বাড়ির জৈব সার। বাজার থেকে পুঁই শাকের চারাসহ মাচা করার জন্য বস্তা নেট ক্রয় করেন। ৬০০ টাকা খরচ করে ৫৩টি বস্তার প্রতিটিতে ৪টি করে চারা রোপন করেন। মাত্র ২ মাসের মধ্যে সাজেদা খাতুন তার ক্ষেত থেকে পুঁই শাক বিক্রয় শুরু করেন।

২০১৮ সালের মে মাসের ১ম সপ্তাহে তিনি চারা রোপন করেন এবং সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত তার পুঁই শাক বিক্রয় হয়েছে ৬ মন যার মূল্য পেয়েছেন ২৪০০/= টাকা। এছাড়া প্রতিবেশিদের মাঝে বিতরণ ও পরিবারের খাওয়ার কাজ চলছে। সাজেদা খাতুনের এই পতিত জায়গা কাজে লাগিয়ে পরিবারের বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ সফলতা দেখে আরও ১৫ জন প্রতিবেশী নারী এ সবজি চাষে অনুপ্রানিত হয়ে বস্তায় সবজি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সাজেদা খাতুন আশাবাদী তার ১ বিঘা জলাবদ্ধ পতিত জমির সম্পূর্নটিতে আগামি মৌসুমে পুঁই শাকসহ লাউ ক্ষেত করবেন। সাজেদা খাতুনের বস্তায় সবজি চাষ পদ্ধতি তাকে আর্থিকভাবে সফলতা দিয়েছে এবং সামাজিকভাবে জনপ্রিয় করেছে এবং মানষিকভাবে সবল করেছে।

সূচক ঃ সাজেদা খাতুন ও তার প্রতিবেশী নারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যাবে।

সবল দিক ঃ মহিলাদের জন্য উপার্জনের এটি একটি বাড়তি সুযোগ। এ পদ্ধতির (জলাবদ্ধ পতিত জমি চাষের আওতায় আনা) সফল বাস্তবায়ন প্রতিবেশী নারীরা এ বছর বস্তায় সবজি চাষ কার্যক্রম শুরু করেছে।

চ্যালেঞ্জ ঃ বস্তা স্থাপনের কারণে অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে জলাবদ্ধতার মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে

যোগাযোগ : সাজেদা খাতুন, সাধারন সদস্য, জেয়ালা বাধনভাঙ্গা পানি ব্যবস্থাপনা দল, পোল্ডার -২, সাতক্ষীরা, মোবাইল নং ০১৭৪৭৮২৪০২৫

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

দুঃস্থ নারীর ভাগ্য পরিবর্তনে এলসিএস

প্রেক্ষিত ঃ

মোসাঃ সাহিদা বেগম, স্বামী- মোঃ ইদ্রিস খাঁ, আমতলী উপজেলার পোল্ডার নং ৪৩/২এফ এর দণি গোজখালী পানি ব্যবস্থাপনা দলের দুঃস্থ নারী (কার্যকরী সদস্য)। স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করায় মা ও ১ ছেলে কে নিয়ে তিনি বিপাকে পরেন। তিনি দীর্ঘদিন ঢাকায় গার্মেন্টিসে কাজ করতেন। অভাব অনটনে কাটিছিল তার দিন।

বর্ণনাঃ ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম দণি গোজখালী পানি ব্যবস্থাপনা দলে মহিলা এলসিএস এর কাজ শুরু করায় মোসাঃ সাহিদা বেগম ব্লুই এলসিএসের দল নেত্রী হিসাবে কাজ করেন। এলসিএস থেকে হাজিরা এবং লাভ সহ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা পান। তার কাজ দেখে অন্যান্য সংস্থা (আহ্ছানিয়া মিশন, কোডেক, এনএসএস, ইউপি) মাটির কাজ করিয়েছেন। তিনি আয়কৃত টাকা দিয়ে জমি বন্ধকী রাখেন বন্ধকী জমি থেকে লাভের টাকা দিয়ে তিনি হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল ক্রয় করেন। বর্তমানে তার ৪ টি গরু, ৪ টি হাঁস, ৪ টি মুরগী এবং ৭ টি ছাগল রয়েছে। ১২০,০০০/- (এক ল বিশ হাজার) টাকার বিনিময়ে ২০ কাঠা জমি বন্ধকী রাখেন সেখান থেকে বছরে ১৯,০০০/- (উনিশ হাজার) টাকা লাভ করেন। হাঁস-মুরগীর ডিম ও গরুর দুধ খাওয়ার পর বাড়তি দুধ-ডিম বাজারে বিক্রয় করেন। বাড়ীর আঙিনায়, ঘরের চালে সবজি চাষাবাদ করেন। ছোট ছেলে ঢাকায় রড়ের কারখানায় মাসিক ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা বেতনে কাজ করেন। তিনি আয়ের টাকায় ১৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার বিনিময়ে বাড়ীতে কাঁচা ঘর ও স্বাস্থ্য সম্মত বাথরুম স্থাপন করেছেন।

সূচক ঃ সরজমিনে পরিদর্শন, মোসাঃ সাহিদা বেগম এর সাথে সাং ও পানি ব্যবস্থাপনা দল সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করলে এ সম্পর্কে তথ্য জানতে পারবেন।

সবল দিক ঃ এলসিএস কাজের আয় তার দারিদ্রতা দূরীকরণে সহায়ক হয়েছে। আয়ের পাশাপাশি খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা মিটাচ্ছে। সমাজে ও পানি ব্যবস্থাপনা দলে তার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। মোসাঃ সাহিদা বেগমের সাফল্য দেখে এলাকার অন্যান্য নারীরা উৎসাহিত হচ্ছেন।

চ্যালেঞ্জ ঃ সফলতা ধরে রাখা, সংশ্লিষ্টদের সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকা।

যোগাযোগ : **মোসাঃ সাহিদা বেগম**, দুঃস্থ নারী (কার্যকরী সদস্য),
দণি গোজখালী পানি ব্যবস্থাপনা দল, পোল্ডার নং- ৪৩/২এফ, গুলিশাখালী,
আমতলী, বরগুনা। মোবাইল নং ০১৭৪৩১৮৬১১১

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

হাঁস-মুরগি পালন ও সবজি চাষে রুবিনা বেগমের সাফল্য

প্রেক্ষিত ঃ

মোসাঃ রুবিনা বেগম, স্বামী- মোঃ কামরুল ইসলাম, কলাপাড়া উপজেলার পোল্ডার ৪৭/৪ এর আওতাধীন তারানির খাল পানি ব্যবস্থাপনা দলের একজন সদস্য। স্বামী ও ১ টি ছেলে নিয়ে তাঁর পরিবার। স্বামী মাঝে মাঝে ভাড়ায় মটর সাইকেল চালান এবং ছোট একটি মুদি দোকান আছে। অভাব ছিল নিত্য সঙ্গী।

বর্ণনাঃ তারানির খাল পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতায় ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম নভেম্বর, ২০১৭ সালে ১০ম সাইকেল কৃষক মাঠ স্কুল এর কার্যক্রম শুরু করে। কৃষক মাঠ স্কুলের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন মোসাঃ রুবিনা বেগম। তিনি যখন কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্য হন তখন তার মাত্র ৩ টি মুরগি ছিল। কৃষক মাঠ স্কুলের আধুনিক কলাকৌশল শিখে, উন্নত হাজল তৈরি ও পুরানো মুরগির ঘরটাকে মেরামত করেন। তিনি তার ৩ টি মুরগিকে নিয়মিত কৃমিমুক্তকরণ, সুষম খাবার খাওয়ানো, নিয়মিত টিকা প্রদানসহ ডিম পরীক্ষা, বাচ্চা আলাদাকরণ ইত্যাদি বিষয় মেনে চলেন। এতে তার ১ বছরের মাথায় ৬৭ টি মুরগি, ৭ টি মোরগ ও ৪৫ টি হাঁস হয়। তিনি ১ বছরে ১৬,৫০০/- (ষোল হাজার পাঁচশত) মুরগি, ৫,৬০০/- (পাঁচ হাজার ছয়শত) টাকার হাঁস বিক্রি করেন, তার স্বামী কে ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা ব্যবসা করার জন্য প্রদান করেন। কৃষক মাঠ স্কুলের সেশনের মাধ্যমে তিনি হাঁস ও মুরগিকে কি ভাবে টিকা প্রদান করতে হয় সে সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে, কলাপাড়া প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে টিকা সংগ্রহ করে তার নিজের হাঁস-মুরগি সহ, তার গ্রামের প্রতিটি পরিবারের হাঁস-মুরগিকে টিকা দিয়ে বাড়তি আয় করছেন। এতে তার মাসে গড়ে প্রায় ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা আয় হয়।

মাত্র ১০ শতাংশের জমি নিয়ে তাদের ছোট্ট ১ টি বাড়ি। বাড়ির জায়গা টুকুর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করেন। যেমন- লাল শাক, শশা, কচু, কলা, পেঁপে, বোম্বাই মরিচ, ঘরের চালে লাউ ইত্যাদি চাষ করে তিনি পারিবারিক চাহিদা মিটানোর পরেও প্রতি মাসে প্রায় ১,৫০০/-(এক হাজার পাঁচশত) টাকার সবজি বিক্রি করেন।

সূচক ঃ সরজমিনে পরিদর্শন ও পানি ব্যবস্থাপনা দল ও কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করলে এ সম্পর্কে তথ্য জানতে পারবেন।

সবল দিক ঃ মোসাঃ রুবিনা বেগম জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বজায় রাখতে সম হয়েছেন। তার প্রতিবেশী ও পানি ব্যবস্থাপনা দলের অন্যান্য সদস্যগণ হাঁস-মুরগি পালন ও বসতবাড়ির আঙ্গীনায় সবজি চাষে আগ্রহী হয়েছেন।

চ্যালেঞ্জ ঃ রোগ বালাই থেকে প্রতিকার পাওয়ার জন্য সময়মত টিকা ও চিকিৎসা সেবা পাওয়া এবং উপযুক্ত দামে হাঁস-মুরগি বিক্রয় করা।

যোগাযোগ : **মোসাঃ রুবিনা বেগম,** সদস্য, তারানির খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল,
পোল্ডার ৪৭/৪, বালিয়াতলী, কলাপাড়া, পটুয়াখালী,
মোবাইল নং ০১৭৩০১৯৩৭৬৪

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

নারীর ক্ষমতায়ণে পানি ব্যবস্থাপনা দলের ভূমিকা

প্রেক্ষিত ঃ

পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় ৪৭/৪ পোল্ডারে মনসাতলী খাল পানি ব্যবস্থাপনা দলটি অবস্থিত। পানি ব্যবস্থাপনা দলটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সাংগঠনিক কার্যক্রম সহ নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

বর্ণনা: মনসাতলী খাল পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য মোসা: শাহনাজ বেগম, স্বামী-মো: বায়জিদ মিয়া, নিজের জমিতে কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। দুই সন্তানের জননী, অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে চলছিল তাদের সংসার। শাহনাজ বেগম চেয়ে ছিল স্বামীর আয়ের পাশাপাশি আয়বর্ধনমূলক কিছু করতে, কিন্তু অর্থের অভাবে পেরে ওঠেনি। সেলাই কাজে তিনি ছিলেন বেশ দক্ষ, ই'ছা থাকা সত্বেও অর্থের অভাবে সেলাই মেশিন ক্রয় করতে পারেননি। তিনি পানি ব্যবস্থাপনা দলের সকল কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। শাহনাজ সেলাই মেশিন ক্রয়ের জন্য মনসাতলী খাল পানি ব্যবস্থাপনা দলের কাছে অর্থ ঋণের জন্য আবেদন করেন। দলটির ০৪.০৮.২০১৮ তারিখের মাসিক সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করেন, এবং শাহনাজ বেগমের সার্বিক দিক বিবেচনা করে কোন জামানত ছাড়া সহজ শর্তে ১৫.০৮.২০১৮ তারিখ ৫০০০ টাকা ১ বছরের জন্য ঋণ প্রদান করে। তিনি সর্বমোট ৫৪০০ টাকা ১ বৎসরে দলকে ফেরত দিবেন। দলের কাছ থেকে প্রাপ্ত ৫০০০ টাকা ও নিজের জমানো ৫০০০ টাকা সহ মোট ১০,০০০ টাকা নিয়ে শুরু হয় তার নতুন জীবনের পথ চলা। কলাপাড়া বাজার থেকে সেলাই মেশিন ও কাপড় ক্রয় করে বাড়িতে বসে কাজ শুরু করেন। বর্তমানে তার দৈনিক আয় ২৫০-৩০০ টাকা।

সূচক ঃ সরেজমিনে পরিদর্শন ও শাহনাজ বেগমের সাথে যোগাযোগ এবং পানি ব্যবস্থাপনা দলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ।

সবল দিক ঃ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সহযোগীতায় শাহানাজ বেগমের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে, তিনি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছেন এবং পরিবারের সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহন করতে পারেন। পরিবার, সমাজ ও পানি ব্যবস্থাপনা দলেও তার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ ঃ ঋনের টাকা সময়মত ফেরৎ পাওয়ার, হিসাব ও খাতাপত্র ঠিক রাখা।

যোগাযোগ : **মোসাঃ শাহনাজ বেগম, স্বামীঃ মোঃ বায়োজিদ মিয়া**, সাধারণ সদস্য, মনসাতলী খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল, পোল্ডার ৪৭/৪, ডালবুগঞ্জ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী, মোবাইল নং ০১৭১২ ২৭৮৭৪১

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে পারিবারিক স্বচ্ছলতা

প্রেক্ষিত ঃ

পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার ৪নং মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন ও পোল্ডার ৪৭/৩ এর আওতাধীন মেলাপাড়া খাল পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য ফ্রুসে, স্বামী এবং দুই সন্তান নিয়ে তাদের সংসার। ফ্রুসের স্বামী সমুদ্রে মাছ ধরার কাজ করেন এবং ফ্রুসে সংসারের কাজকর্ম করেন। অভাব ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী।

বর্ণনা: মেলাপাড়া খাল পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতায় ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম অক্টোবর, ২০১৭ সালে ৯ম সাইকেলে কৃষক মাঠ স্কুল এর কার্যক্রম শুরু করে। কৃষক মাঠ স্কুল এর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন ফ্রুসে। ১০ টি হাঁসের বাচ্চা ও ১০ টি মুরগি নিয়ে শুরু হয় তার পথ চলা। দু'মাস পর তিনি উন্নত জাতের আরো ২০০ টি হাঁসের বাচ্চা ও ২৫০টি মুরগির বাচ্চা ক্রয় করেন। রোগ বালাই থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভ্যাকসিন প্রয়োগ, প্রয়োজনীয় ঔষধ, ঘরে চুনে প্রয়োগ এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করেন। তিন মাস পালন করার পর ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা বিক্রয় করেন। খরচ বাদ দিয়ে তাঁর মোট লাভ হয়-২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা। হাঁস-মুরগি পালনের প্রতি তার আগ্রহ বেড়ে যায়। তার ধারাবাহিকতায় বর্তমানে তার ৪৫০ টি হাঁসের বাচ্চা এবং ৭৫০ টি মুরগির বাচ্চা রয়েছে। তাঁর স্বামী মাছ ধরার পাশাপাশি বর্তমানে হাঁস-মুরগির খামারের কাজে সহযোগিতা করেন। হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে দিনে দিনে তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে এবং তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তিনি একটি হাঁস-মুরগির বড় খামার তৈরী করবেন। বর্তমানে ফ্রুসে এর বাড়ির আশে-পাশের ও পানি ব্যবস্থাপনা দলের অন্যান্য সদস্যগণ হাঁস-মুরগি পালন শুরু করেছেন। ফ্রুসে এর দেখাদেখি পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য মোঃ জাফর গাজী ৩০০ মুরগি নিয়ে একটি খামার শুরু করেছেন।

সূচক ঃ সরেজমিনে পরিদর্শন ও পানি ব্যবস্থাপনা দল এবং কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করলে এ সম্পর্কে তথ্য জানতে পারবেন।

সবল দিক ঃ ফ্রুসে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর শিক্ষা ও সহায়তা কাজে লাগিয়ে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

চ্যালেঞ্জ ঃ রোগ বালাই থেকে প্রতিকার পাওয়ার জন্য সময়মত টিকা ও চিকিৎসা সেবা পাওয়া এবং উপযুক্ত দামে হাঁস মুরগি বিক্রয় করা।

যোগাযোগ : **ফ্রুসে**, সদস্য মেলাপাড়া খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল, পোল্ডার নং ৪৭/৩, মিঠাগঞ্জ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী, মোবাইল নং ০১৭৬২-৬৯৮০১০

মোঃ জাফর গাজী, সদস্য মেলাপাড়া খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল, পোল্ডার নং ৪৭/৩, মিঠাগঞ্জ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী, মোবাইল নং ০১৬৪০-৪৭৩২৫৫

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

মুরগি পালনে সফলতা বদলে দিয়েছে লিপি বেগমের জীবনমান

প্রেক্ষিত ঃ

পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলায় ৫৫/২সি পোল্ডারের চাঁদপুরা গ্রামের বাসিন্দা লিপি বেগম। স্বামী মোঃ জুয়েল মিয়া ও শশুর-শাশুড়ী এবং দুইটি মেয়ে নিয়ে তার সংসার। তিনিসহ তার স্বামী পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য এবং লিপি বেগম ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের কৃষক মাঠ স্কুল থেকে প্রশিক্ষন পান। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম হওয়ার পূর্বে তিনি শুধুমাত্র পারিবারিক কাজ করতেন, কোনরকম অর্থ আয়ের উপায় তার ছিলনা। বর্তমানে প্রশিক্ষনের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছেন লিপি বেগম।

বর্ণনাঃ ২০১৬ সালে ব্লু গোল্ড কৃষক মাঠ স্কুলের (এফএফএস) এর মাধ্যমে বসতবাড়িতে সবজি চাষ, উন্নত পদ্ধতিতে দেশি হাঁস মুরগি পালন ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষন পান। এই প্রশিক্ষন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগাতে উন্নত পদ্ধতিতে একটি মুরগির ঘর ও উন্নত হাজল তৈরি করে মুরগি পালন শুরু করেন তিনি। লাভজনকভাবে মুরগি পালনের জন্য তিনি উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের সাথে যোগাযোগ রেখে ভ্যাকসিন ও অন্যান্য ঔষধ এনে নিজ হাতে দেন। যার ফলে তার হাঁস মুরগি মারা যায়না এবং রোগাক্রান্ত হয় না। বর্তমানে তার ১০০টি মুরগি আছে এবং ৫টি মুরগির বাচ্চা নতুন বের হয়েছে। তিনি ডিম ও মুরগি বিক্রি করে বছরে প্রায় ১০০০০০/- টাকা আয় করেন। মুরগি বিক্রয়ের টাকা থেকে ৭০,০০০/- টাকা দিয়ে একটি উন্নত জাতের গাভী ক্রয় করেছেন যার দৈনিক ৫ কেজি দুধ দেয়। দুধ বিক্রির মাধ্যমেও তার পরিবারে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। পুষ্টির চাহিদা মেটানোর পরেও লিপি বেগম হাঁস মুরগি ও গাভী পালনের মাধ্যমে তার আয়ের পথ তৈরি করতে পেরেছেন। তাকে গ্রামের অন্যান্য নারীরা এমনকি অনেক পুরুষেরাও অনুসরণ করছেন।

সূচক ঃ সরজমিনে পরিদর্শন এবং পানি ব্যবস্থাপনা দল এবং কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্যদের সাথে আলোচনা করলে এ সর্ম্পকে জানা যাবে।

সবল দিক ঃ লিপি বেগমের কাজের সফলতার মাধ্যমে উন্নত পদ্ধতিতে হাস মুরগি পালনে মানুষ উৎসাহিত হচ্ছে। হাজল ব্যবহার করে গতানুগতিক পদ্ধতির তুলনায় বেশি বাচ্চা উৎপাদন করতে পারছে। পারিবারিক আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা মিটাচ্ছে।

চ্যালেঞ্জ ঃ রোগ বালাই থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সময়মত টিকা/ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা সেবা পাওয়া।

যোগাযোগ : **মোসাঃ লিপি বেগম,** সদস্য, এফএফএস (৮ম সাইকেল),
রুহিতপুরা খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল ও রুহিতপুরা খাল কৃষক মাঠ স্কুল।
মোঃ ফখরুল ইসলাম, সভাপতি, রুহিতপুরা খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল,
পোল্ডার- ৫৫/২সি, দশমিনা, পটুয়াখালী, মোবাইল নং ০১৭১২৪৯২৬৮৩

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

উন্নত পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ

প্রেক্ষিত ঃ

পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার ৫৫/২সি পোল্ডারের কোটখালি গ্রামের বাসিন্দা মোঃ মানিক মোল্লা, পিতা মোঃ খলিলুর রহমান। স্ত্রী ও একটি মেয়ে নিয়ে মানিক মোল্লার সংসার। পানি ব্যবস্থাপনা দলের একজন সাধারণ সদস্য মানিক মোল্লা ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের কৃষক মাঠ স্কুল থেকে গরু মোটাতজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ নেন। মানিক মোল্লা ব্লু গোল্ড কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্য হওয়ার পুর্বে কিছু গরু (গাভী ও ষাড়) পালন করতেন। কিন্তু তাতে তার প্রায়ই লোকসান গুনতে হতো, এজন্য তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। কৃষক মাঠ স্কুলের প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি এখন সফল ভাবে গরু মোটাতাজা করতে সক্ষম হচ্ছেন।

বর্ণনা: মানিক মোল্লা ২০১৮ সালে মে মাসে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে উন্নত পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষন পান এবং এই প্রশিক্ষন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগাতে শুরু করেন। প্রথমে তিনি ১টি গরু ক্রয় করেন যার মূল্য ছিল ৩৮,০০০/- টাকা। চার মাস গরুটি মোটাতাজাকরণের পর উক্ত গরুটি ৫৩,০০০/- টাকায় বিক্রি করেন। এতে তিনি খুব উৎসাহিত হলেন। এবার আগের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ৩৫,০০০/- টাকায় আবার একটি গরু ক্রয় করেন। গরুটি মোটাতাজা করছেন এবং আশা করছেন এবারও ভাল লাভ করতে পারবেন। মানিক মোল্লার সফল কাজটি দেখে ঐ এলাকার কৃষক মাঠ স্কুলের বাইরের অনেকেই যেমন লিটন, নাসির, কালাম, সোরাব, খলিল মোল্লাসহ অনেকেই একটি দুইটি করে গরু মোটাতাজাকরণ করছেন। মানিক মোল্লা বর্তমানে এই কাজটি চলমান রাখছেন।

সূচক ঃ সরজমিনে পরিদর্শন এবং পানি ব্যবস্থাপনা দল এবং কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্যদের সাথে আলোচনা করলে এ সম্পর্কে জানা যাবে।

সবল দিক ঃ মানিক মোল্লার কাজের মাধ্যমে উন্নত পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণে মানুষ উৎসাহিত হচ্ছে এবং এই কাজের মাধ্যমে তার পরিবারের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চ্যালেঞ্জ ঃ রোগ বালাই থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সময় মত টিকা/চিকিৎসা সেবা পাওয়া।

যোগাযোগ : **মোঃ মানিক মিয়া,** সদস্য, এফএফএস (১১তম সাইকেল) কচুয়া মহিষডাঙ্গা খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল ও কচুয়া মহিষডাঙ্গা খাল কৃষক মাঠ স্কুল।
পোল্ডার- ৫৫/২সি, গলাচিপা, পটুয়াখালী, মোবাইল নং ০১৭১৬৪৭৪৮২৪

জৈব বালাই নাশক ব্যবহারে সফলতা

প্রেক্ষিত ঃ ফুলবাড়ী পানি ব্যবস্থাপনা দল পোল্ডার ৩৪/২ পার্ট বটিয়াঘাটা, খুলনার এর একটি সক্রিয় দল। ২০১৮ সালের জুন মাসে ৫০ জন কৃষক নিয়ে সমাজ ভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনায় কৃষক মাঠ স্কুল শুরু হয়। এ কৃষক মাঠ স্কুলের ফ্যাসিলিটেটর হচ্ছেন জীবনান্দ রায়, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, বটিয়াঘাটা, খুলনা। ৫০ জন কৃষক ৩৫ একর জমিতে ব্রিধান-৫২ চাষ করেন। কৃষক মাঠ স্কুল থেকে শিখে আধুনিক পদ্ধতিতে জমি চাষ, লাইন লোগো পাচিং সহ সব ধরণের কাজ কৃষকগণ দলগতভাবে করেন। ধানে পোকা দমনে কীটনাশকের ব্যবহার দীর্ঘ দিন থেকে এ এলাকায় প্রচলিত। ইতিমধ্যে মাজরা পোকার আক্রমন হলে জীবনান্দ রায়ের পরামর্শে কৃষকগণ দলগত ভাবে জৈব বালাই নাশক ব্যবহার করে ভাল ফল পেয়েছেন।

বর্ণনা: মেহগনি ফলের ৪০০-৫০০ গ্রাম পাল্প ১ লিটার পানিতে ২-৩ দিন ভিজিয়ে রেখে তার সাথে ৬০ লিটার পানি যোগ করে এ মিশ্রন তৈরী করা হয়। এ পরিমান মিশ্রন ৩৩ শতক জমিতে ছিটানো সম্ভব। এ জৈব বালাই নাশক ব্যবহার করে মাজরা পোকা, পাতা পোড়ানো পোকা, খাটো শুড়, ঘাস ফড়িং ও বাদামী ঘাস ফড়িংসহ অন্যান্য ক্ষতিকর পোকার আক্রমন প্রতিহত করা যায় । এ জৈব কীটনাশক ব্যবহারের ফলে বন্ধু পোকার কোন ক্ষতি হয় না। ফুলবাড়ী পানি ব্যবস্থাপনা দলের কৃষকগণ এ জৈব কীটনাশক ব্যবহার করে সফলতা পেয়েছেন। কৃষক মাঠ স্কুলের কৃষকদের সফলতায় অনুপ্রানীত হয়ে অন্যান্য কৃষকগণও এ ধরণের জৈব কীটনাশক ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এর ফলে বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষিত হচ্ছে।

সূচক ঃ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং এলকার কৃষকদের সাথে আলোচনা কালে জানা যাবে এবং ফসলের অবস্থা বাস্তবে দেখা যাবে।

সবল দিক ঃ দলীয় ভাবে জৈব বালাই নাশক ব্যবহারে আর্থিক সাশ্রয়, বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদন পরিবেশের সুরক্ষা।

চ্যালেঞ্জ ঃ মেহগনির ফল সব সময় পাওয়া, অধিক জমিতে ব্যবহার নিশ্চিত করা।

যোগাযোগ : **মোঃ মেফতাহুল আলম,** সাধারণ সম্পাদক, ফুলবাড়ী পানি ব্যবস্থাপনা দল, বটিয়াঘাটা, খুলনা। মোবাইল নম্বর: ০১৭৫৮-৬৮৭৬০১

জীবনান্দ রায়, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বটিয়াঘাটা, খুলনা। মোবাইল নম্বর: ০১৭১৮-১৮১১৮৭

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

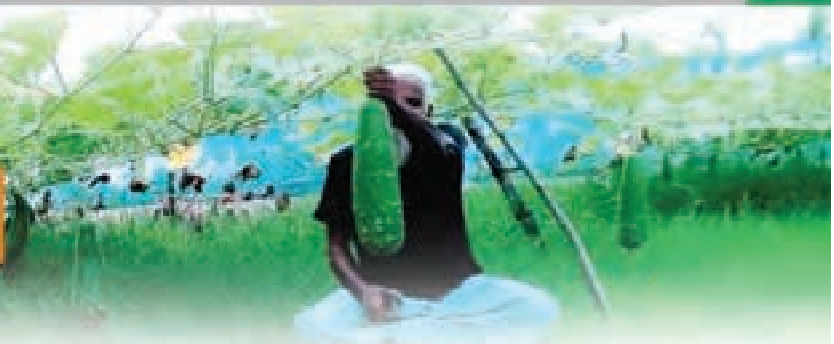

গতানুগতিক সব্জি চাষ থেকে বাণিজ্যিক সব্জি চাষে রূপান্তর

প্রেক্ষিত ঃ

পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলার কমলাপুর ইউনিয়নের ৫৫/২এ পোল্ডারের অন্তর্গত বটগুচর বলাইকাঠি ক্রোকমহল পানি ব্যবস্থাপনা দলের সহসভাপতি মোহাঃ সোহরাব মৃধা। সোহরাব মৃধার স্ত্রী ও সন্তানসহ মোট সাত সদস্যের পরিবার। তিনি ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের কৃষক মাঠ স্কুলের প্রশিক্ষন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বাণিজ্যিকভাবে সবজি চাষের মাধ্যমে আর্থিক উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছেন। মোহাঃ সোহরাব মৃধা কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্য হওয়ার পূর্বে মাঠ ফসল ধান ও রবি (মুগ) ফসল চাষ করতেন। বসতবাড়িতে জায়গা থাকলেও পরিকল্পিতভাবে কোন সব্জি চাষ করতেন না ফলে এতে কোন রকম তার পরিবারের খাওয়া হত কিন্তু বিক্রি করে অর্থ আয় হত না। তিনি একজন কৃষক এবং তার অন্য কোন জীবিকার পথও ছিল না।

বর্ণনা: মোহাঃ সোহরাব মৃধা ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্য হিসেবে বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সব্জি চাষ ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষন লাভ করেন। এই প্রশিক্ষন পেয়ে সবজি চাষের উপর তার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং বসতভিটায় সবজি চাষ শুরু করেন। প্রথমে তিনি ১০ শতাংশ জায়গায় সবজি চাষ শুরু করেন, কিন্তু সেখানে পরিবারের খাওয়ার পর খুব বেশী লাভ করতে পারেননি: তারপরও তিনি হাল ছাড়েননি, পরের মৌসুমে তিনি ১৮ শতাংশ জমির উপর সব্জি চাষ করেন এবং এবার তিনি প্রথম থেকেই উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এবং ব্লু গোল্ডের সিডিএফের সাথে পরামর্শ করে বাজার চাহিদা অনুযায়ী উচ্চ মূল্যের সব্জির জাত নির্বাচন করেন এবং আধুনিক চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। বিক্রির সময় তিনি বিভিন্ন বাজারে পাইকারের সাথে যোগাযোগ করে কোন বাজারে দাম বেশী সেখানে তার সব্জি বিক্রি করেন, এবার নিজের শ্রম বাদে তিনি ৮,০০০ টাকা খরচ করে ২৫,০০০ টাকা লাভ করেন। এখন সোহরাব মৃধার সবজির বাগান গ্রামের অনেকেই দেখতে আসেন এবং তার নিকট থেকে সব্জি চাষের উপর পরামর্শ গ্রহণ করেন।

সূচক ঃ কৃষক ও পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের সাথে আলোচনা, মাঠ পরিদর্শন।

সবল দিক ঃ পারস্পরিক শিক্ষণে উৎসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কৃষি আরও লাভবান হচ্ছে পাশাপাশি তাদের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ হচ্ছে।

চ্যালেঞ্জ ঃ মানসম্মত উপকরণ (বীজ, কীটনাশক, সার ইত্যাদি) সরবরাহের নিশ্চয়তা, রোগ-বালাই ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ (অতিবৃষ্টি ও কুয়াশা)।

যোগাযোগ : **মোহাঃ সোহরাব মৃধা**, সভাপতি,
বটগুচর বলাইকাঠি ক্রোকমহল পানি ব্যবস্থাপনা দল, মোবাঃ ০১৭০০৮৭৯১৮৩

পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে গেইট অপারেটর নিয়োগ

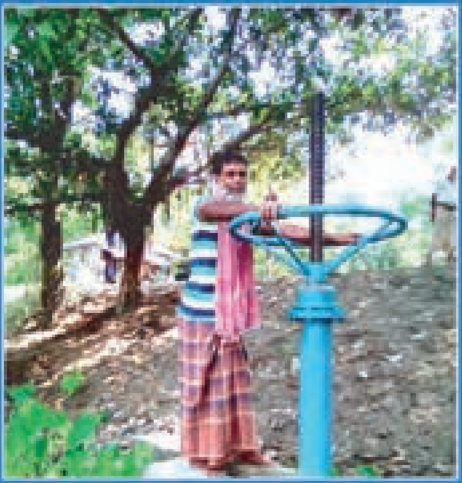

প্রেক্ষিত ঃ

পশ্চিম মাটিভাংগা পানি ব্যবস্থাপনা দলটি ৪৩/২এ পোল্ডারের পায়রা নদীর কোল ঘেঁসে অবস্থিত, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি ও পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য সঠিকভাবে আউটলেট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা খুবই জরুরী। এ পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতায় তিস্নার খাল আউটলেট রয়েছে। আউটলেটটি পরিচালনার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট অপারেটর না থাকায় পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রায়ই সদস্যরা সমস্যা সম্মুখীন হত।

বর্ণনা: এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য পানি ব্যবস্থাপনা দল গত ১০/০৮/২০১৮ ইং তারিখের বিশেষ সভায় সকলের মতামত ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আউটলেটটি সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য মোঃ কাঞ্চন কাজী কে প্রতি মৌসুমে (প্রতি ছয় মাসে) ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকা বেতনে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। সদস্যরা জমির পরিমান অনুযায়ী আনুপাতিক হারে গেইট অপারেটরের বেতন প্রদান করবেন। বর্তমানে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আউটলেটটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ায় চলতি আমন মৌসুমে প্রায় ৪০০ একর জমি জলাবদ্ধতা মুক্ত হয়েছে। আশা করা যায় চলতি মৌসুমে আমন ধানের বাম্পার ফলন হবে।

সূচক ঃ সরজমিনে পরিদর্শন ও পশ্চিম মাটিভাঙ্গা পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করলে এ সম্পর্কে তথ্য জানতে পারবেন।

সবল দিক ঃ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আউটলেটটি পরিচালিত হচ্ছে এবং মাছ ধরা ও গাছের গুড়ি আনা-নেওয়া বন্ধ হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ ঃ গেইট অপারেটরের নিয়মিতভাবে বেতন প্রদানের জন্য সদস্যদের নিকট থেকে অর্থ/শস্য সংগ্রহ করা অভ্যাহত রাখা।

যোগাযোগ : **মোঃ খবির কাজী,** সভাপতি, পশ্চিম মাটিভাঙ্গা পানি ব্যবস্থাপনা দল,
পোল্ডার নং ৪৩/২এ, ছোট বিঘাই, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী।
মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৮৩ ২৯৬৬১২

মোঃ কাঞ্চন কাজী, গেইট অপারেটর, পশ্চিম মাটিভাঙ্গা পানি ব্যবস্থাপনা দল,
পোল্ডার নং ৪৩/২এ, ছোট বিঘাই, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী,
মোবাইল নং ০১৭২৭-১৩৯৪১০

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

অভ্যন্তরীণ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি।

প্রেক্ষিত ঃ পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার পোল্ডার ৫৫/২সি এর একটি পানি ব্যবস্থাপনা দল গুয়াবাড়িয়া রনুয়ার খাল । এই দলের আওতাধীন লোয়ানি গুয়াবাড়িয়া বিল। বেড়িবাঁধ সংলগ্ন এই বিলটি তুলনামূলকভাবে উঁচু জমি নিয়ে গঠিত। দীর্ঘদিন যাবৎ পানির অভাবে এই বিলে বোরো চাষ সম্ভব ছিল না এবং রবি শস্য চাষ করায়ও সমস্যা হতো - অধিকাংশ জমি পানির অভাবে অনাবাদি পড়ে থাকতো। এলাকাবাসিদের দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল ব্লু গোল্ড প্রকল্প এই সমস্যার সমাধান করে দিবে। যেহেতু বাঁধের বাহিরের জমি উঁচু এবং ভিতরের অংশের জমি অনেক নিচু তাই, সেখানে কোন ইনলেট নির্মাণ টেকসই হবে না সে বিবেচনায় ব্লু গোল্ডের মাধ্যমে কাজটি করা সম্ভব হয়নি। পানি ব্যবস্থাপনা দল এ ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য ইউপি এবং উপজেলা পরিষদের সাথে যোগাযোগ করেন, সকলেই তাদের সাথে প্রয়োজনিতার ব্যাপারে একমত হন কিন্তু কেউই আর্থিক সহযোগিতা দিতে পারেনি।

বর্ণনা: পরিশেষে, পানি ব্যবস্থাপনা দল সংশ্লিষ্ট বিলের সকল কৃষক ও সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে বেড়িবাঁধের বাহিরের অংশে নদী থেকে বাঁধ পর্যন্ত ৬০ ফুট পরিমান দীর্ঘ একটি মাঠনালা তৈরি করেন এবং নালা বরাবর বাঁধে ৩০ ফুট একটি পাইপ স্থাপন করেন, যাতে জোয়ারের সময় বেড়িবাঁধের ভিতরের খালে পানি প্রবেশ করে। এই কাজে ব্যয় হয় ৩০,০০০/- টাকা। খালের পানি এলএলপি-এর মাধ্যমে উত্তোলন করে বিলের সকল জমিতে সেচ দেয়া হয়। এই বিলে মোট জমির পমিান ২২০ একর। বর্তমানে তারা সাংগঠনিক ভাবে দলবদ্ধ হয়ে লোয়ানি গুয়াবারিয়া বিলে বছরে তিন ফসল করতে পারছে। এক ফসলের জায়গায় তিন ফসল করতে পারায় কৃষকরা খুবই খুশি।

সূত্র ঃ কৃষক সাক্ষাতকার নিলে এবং বোরো ও রবি মৌসুমে সরজমিনে পরিদর্শন করলে এ সর্ম্পকে তথ্য জানা যাবে।

সবল দিক ঃ বোরো চাষ করার ফলে কৃষক অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভাবে লাভবান হবেন। রবি মৌসুমে সেচের সুযোগ থাকায় কৃষক নানান রকম ফসল করে ফসলহানি কিংবা ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে পারবে।

চ্যালেঞ্জ ঃ পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতায় না থাকলে বোরো ও রবি ফসল চাষ বিঘ্নি হতে পারে। সংগঠন, ব্যক্তি পর্যায়, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা অব্যাহত রাখা।

যোগাযোগ : **মোঃ দিয়ার হোসেন মোল্লা,** সভাপতি, গুয়াবাড়িয়া রনুয়ার খাল পানি ব্যবস্থপনা দল। পোল্ডার-৫৫/২সি, গলাচিপা, পটুয়াখালী। মোবাইল নং ০১৭৪৬৬৬৭৮৭৭

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

পতিত খালে মাছ চাষঃ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সম্মিলিত প্রয়াস

প্রেক্ষিত ঃ

পাটুখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশের একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিম ছাম খাল অনেকদিন যাবৎ পতিত অবস্থায় পড়ে ছিল। পানি পঁচে দূর্গন্ধ হয়েছিল এবং রোগব্যাধী ছড়াতো। খালটি পাটুখালী পানি ব্যবস্থাপনা দলের ক্যাচমেন্ট এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় তারা খালটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে মাছ চাষের উদ্যোগ নেয়।

বর্ণনা: প্রিয়বালা দেবী পাটুখালী পানি ব্যবস্থাপনা দলের একজন নিয়মিত সদস্য। তিনিসহ ১৯ জন মিলে এই খালে মাছ চাষ করছেন। তারা সকলেই এই খালের দুই পাড়ের বাসিন্দা, পাশাপাশি পানি ব্যবস্থা দলেরও সদস্য। যদিও প্রিয়বালা দেবীরা ১৯ জন শ্রম এবং অর্থ দিয়ে এই কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করছে তবে উদ্যোগটি পাটুখালী পানি ব্যবস্থাপনা দলের এবং তাদেরই তত্ত্বাবধানে একটি উপ কমিটির মাধ্যমে কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে। উপ-কমিটির প্রধান মোঃ দেলোয়ার হোসেন জানান, এটি একটি কচুরিপানায় ভরা হাজামজা খাল ছিল। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের সিডিএফ নাসির ভাইর পরামর্শে আমরা এই খালে মাছ চাষের সিদ্ধান্ত নেই। মূলত দুটি উদ্দেশ্যে আমরা এই খালে মাছ চাষ করছি। প্রথমতঃ খালের পাড়ে বসবাসরত ১৯টি পরিবারের আয় বৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত, পানি ব্যবস্থাপনা দলের জন্য অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন তহবিল গঠন করা। তিনি আরো বলেন, আমরা ১৯ জন মাছ চাষ করলেও শেয়ার কিন্তু ২০টি। কারণ পানি ব্যবস্থাপনা দলও লাভের একটি অংশ পাবে, যা অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যয় হবে। এছাড়াও মোট লাভের ২% টাকা পানি ব্য[illegible] দেয়ার জন্য তারা ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামকে ধন্যবাদ জানায়। প্রিয়বালা দেবী বলেন, ব্লু গোল্ড থেকে সাহস আর উৎসাহ না পেলে কাজটা হয়ত করার চিন্তাই করতাম না। কাজটা শুরু করার আগে তারা সম্ভাব্য খরচ, উৎপাদন এবং লাভের একটা হিসাবও করে রেখেছেন। আগামী ডিসেম্বরে তাদের মাছ বিক্রির পরিকল্পনা রয়েছে কারণ সাধারনত ঐ সময় বাজারে মাছের দাম বেশী থাকে। ৬০,০০০ থেকে ৭০,০০০ টাকার মত খরচ হবে এবং ২,০০,০০০ টাকার মাছ বিক্রি করা যাবে বলে তারা আশা করছে।

সূচক ঃ এলাকার কৃষকদের সাথে আলোচনা করে জানা যাবে,সরজমিন মাছ চাষ প্রকল্প/খাল পরিদর্শণের মাধ্যমে দেখা যাবে। পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের সাথে কথা বলে জানা যাবে। জাল টেনে মাছ দেখা যাবে।

সবল দিক ঃ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। জীব বৈচিত্র এবং পরিবেশ ঠিক থাকবে। কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে। পানি বাহিত রোগজনিত স্বাস্থ্যঝুকি কমবে। পতিত জলাশয় মাছ চাষের আওতায় আনা।

চ্যালেঞ্জ ঃ অতিবৃষ্টির কারণে মাছ বের হয়ে যেতে পারে। মাছ রোগাক্রান্ত হতে পারে।

যোগাযোগ : দেলোয়ার হোসেন, কন্ট্রাক্ট পারসন, পাটুখালী সিএসএফ
মোবাইল নং ০১৭৭২৩৫০৯৫৮

যৌথ কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাপস বাওয়ালীর সাফল্য

প্রেক্ষিত ঃ ব্লু গোল্ড প্রকল্প এলাকার পানি ব্যবস্থাপনা দল গুলো ক্রমশ: শক্তিশালী দল হিসেবে গড়ে উঠেছে। কৃষিকে অন্যান্য ব্যবসার মত লাভজনক করার জন্য ব্লুগোল্ড বাজারমুখী কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে এ দল গুলোর কৃষকদের বিভিন্ন রকম বাজারমুখী প্রশিক্ষণ ও কৌশল প্রদান করছে। তারা বাজার ব্যবস্থাপনা এবং নেটওয়ার্কিং সম্পর্কে সচেতন হয়েছে এবং এর সুবিধাও বুঝতে পেরেছে এবং যৌথকার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পানি ব্যবস্থাপনা দল যৌথভাবে সজিনা বিক্রয়, তিল বীজ ক্রয়, যৌথভাবে জমি চাষ সম্পন্ন করেছে। পোল্ডার ২২ নম্বরের প্রধান ফসল আমন ধান,দ্বিতীয় প্রধান ফসল বর্তমানে তরমুজ। উচ্চফলনশীল আমন ধানের প্রত্যায়িত বীজ ব্যবহার করলে ফলন বর্তমান ফলন এর চেয়ে প্রায় ১০ শতাংশ ফলন বেশি পাওয়া যায়। আবার তরমুজ চাষের জন্য চাই উন্নত মানের ভাইরাস প্রতিরোধী হাইব্রীড বীজ।

বর্ণনা: পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা (রিসোস ফার্মার /অভিজ্ঞ কৃষক /সংযোগ চাষী)বিভিন্ন মার্কেট এক্টরের সাথে সংযোগ সভায় ভাল বীজের গুণাগুন ও খুচরা মূল্য/ পাইকারী মূল্য ও সেবা সমূহ সম্পর্কে জানতে পারেন। তাপস বাওয়ালী (একজন সফল উদ্যোক্তা, সেবাদানকারী ও দক্ষ কৃষক) বাজার ভিত্তিক কৃষক মাঠ স্কুল থেকে প্রাপ্ত ব্যবসায়ীক জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে হয়ে উঠেছেন একজন দক্ষ ব্যবসায়ী সেবাদানকারী।

তাপস বাওয়ালী ২০১৮ সালে ৫৫ জন কৃষকের জন্য ৫৫০ কেজি শাহজালাল ধান বীজ ক্রয় করে সদস্যদের মাঝে বিতরন করেন। স্থানীয় বাজারে যেখানে নিম্ন মানের তরমুজ বীজের দাম ৯০০-৯৫০ টাকা/প্যাকেট, সেখানে তাপস বাওয়ালী ৬৫০ -৭০০ টাকা/প্যাকেট দরে তরমুজ বীজ ক্রয় করে সদস্যদের মাঝে বিতরন করেন। এই যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে সদস্যদের প্যাকেট প্রতি সাশ্রয় হয়েছিল ২৫০ - ৩০০ টাকা, একই ভাবে তাপস বাওয়ালী বটিয়াঘাটা উপজেলার 'মেসার্স কৃষি ভান্ডার' এর সাথে যোগাযোগ করে ৫৫ জন কৃষকের জন্য ৫৫ বস্তা (৫৫০ কেজী) রোপা আমন ধানের শাহজালাল বীজ কোম্পানীর প্রত্যায়িত বীজ (বিআর-২৩) যৌথ ভাবে ৮৩০ টাকা দরে ক্রয় করেন এবং সদস্যদের মাঝে টাকা দরে বিতরণ করেন।

তাপস বাওয়ালী এর যৌথ কার্যক্রম গ্রামে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, এবং কালিনগর পানি ব্যবস্থাপনা দলের বেশীরভাগ সদস্য এখন বুঝতে পেরেছেন যে 'কৃষি একটি ব্যবসা'। তাপস বাওয়ালী বীজ বিক্রয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকারের অণু সার ও কীটনাশক কৃষকদের কাছে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করেছেন, অণু সার ও কীটনাশক বিক্রয় করে প্রায় ২৪,০০০ টাকা আয় করেছেন। ভবিষ্যতে তাপস বাওয়ালী বীজ, সার ও কীটনাশকের একজন বিক্রেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চান এবং সেই জন্য একটি বিক্রয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চান, যেন পোল্ডারবাসী ন্যায্য মূল্যে বীজ, সার ও কীটনাশক ক্রয় করিতে পারে।

সূত্র ঃ কৃষক, উপকরণ বিক্রেতার ও পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাথে আলোচনা এবং মাঠ পরিদর্শন করলে এ সম্পর্কে তথ্য জানা যাবে।

সবল দিক ঃ এ ধরনের কাজের ফলে কৃষক লাভবান হতে পারে: সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয় এবং ন্যায্য মূল্যে পণ্য ক্রয় করা সম্ভব। ফড়িয়া/পাইকার দ্বারা প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে।

চ্যালেঞ্জ ঃ সেবাদানকারী/উদ্যোক্তার সততা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। অধিক সংখ্যক কৃষক সংগঠিত করা এবং সচেতন করে তোলা।

যোগাযোগ : **মিজানুর রহমান**, কোম্পানী প্রতিনিধি, মোবাইল: ০১৭৭৭ ৭০৯২২৮

পুকুরে মাছচাষ ও পাড়ে সব্জি চাষের সফল উদ্যোগ

বর্ণনা: ববিতা রাণী, স্বামী: মুকুন্দ ভাট গ্রাম-চর মৈশাদি, উপজেলা- পটুয়াখালী সদর পোল্ডার ৫৫/২এ এর চর মৈশাদি স্লুইস পানি ব্যবস্থাপনা দলের একজন সদস্য। ববিতা রাণীর দুই সন্তান, শশুর, শাশুরী ও স্বামী সহ পরিবারের মোট লোক সংখ্যা ছয় জন। স্বামীর একার উপার্জন দিয়ে ছেলে মেয়ের লেখা-পড়ার খরচ ও সংসারের ভরন-পোষন চালাতে খুব কষ্ট হয়। এ সময় ববিতা রাণী ব্লু গোল্ড কর্তৃক পরিচালিত চর মৈশাদি স্লুইস দলের আওতায় কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্য নির্বাচিত হন। পুকুরে মাছ চাষ ও পাড়ে সবজি চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষন পেয়ে পুকুরে মাছ চাষ ও পাড়ে সবজি চাষ শুরু করেন, পুকুরে মাছের উৎপাদন ও পাড়ে সবজির ফলন খুব ভাল পায়। ববিতা রাণী মোবাইল ফোনের মাধ্যেমে বাজার যাচাই করে পাইকার ও খুচরা বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করে উপকরণ ক্রয় ও পণ্য (মাছ ও সবজি) বিক্রি করেন, এতে তিনি অধিক লাভবান হয়েছেন। পাঁচ মাসের মধ্যে তিনি ১২ শতক পুকুর ও তার পাড় থেকে মোট ৭২,০০০ টাকা আয় করেন (সবজি বিক্রি করেন ৩২,০০০ টাকার এবং মাছ বিক্রি করেন ৪০,০০০ টাকার)। তাদের এই আয় দিয়ে ২১ শতক জমিতে পানের বরজ দিয়েছেন। পান চাষ পোল্ডার ৫৫/২এ এর একটি লাভজনক কৃষি কাজ।

সূত্র ঃ ববিতা রাণী ও পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাথে আলোচনা ও সরজমিনে পরিদর্শন করলে এ সম্পর্কে জানা যাবে।

সবল দিক ঃ ববিতা রাণীর এই সাফল্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে এলাকার অনেক লোক তার কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে এবং নিজের করতে শুরু করেছে।

চ্যালেঞ্জ ঃ রোগ-বালাই, প্রযুক্তিগত সেবা, সঠিক বাজার মূল্য নিশ্চিত করা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি।

প্রেক্ষিত ঃ

চর মৈশাদি স্লুইস পানি ব্যবস্থাপনা দল, পটুয়াখালী সদর উপজেলার কমলাপুর ইউনিয়নের পোল্ডার ৫৫/২এ এর একটি শক্তিশালী পানি ব্যবস্থাপনা দল। এ দলে ব্লু গোল্ড কর্তৃক পরিচালিত কৃষক মাঠ স্কুল কার্যক্রম চলমান আছে। তারা পুকুরে মাছ চাষ, বসতবাড়িতে সবজি চাষ ও হাঁস-মুরগী পালন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলছে। তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর সাথে যোগাযোগ রাখছে। পুকুরে মাছ চাষ ও পাড়ে সবজি চাষের ক্ষেত্রে দলটির সদস্যগণ একে অপরকে উৎসাহিত করে থাকে।

যোগাযোগ : **ববিতা রাণী,** সদস্য, মৈশাদি স্লুইস পানি ব্যবস্থাপনা দল
মোবাইল নং ০১৭৪৭৪৯৭৮৪২

সাতক্ষীরার পোল্ডার ২-এ গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষে সফলতা

প্রেক্ষিত ঃ

পোল্ডার-০২ সাতক্ষীরাতে ২০১৬ সালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে কুল্যা আমোদখালীতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের দুটি প্রদর্শনী হয়েছিল এবং তার পরবর্তিতে ২০১৭ সালে ০৪ জন কৃষক গ্রীষ্মকালীন টমেটো (জাত বারি-০৪) চাষ করে। ২০১৭ সালে অক্টোবর মাসে ব্লু গোল্ড প্রোগাম পারস্পরিক শিখন এর আয়োজন করে এবং এই প্রোগামে বিভিন্ন পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট ৫৭ জন কৃষক অংশগ্রহণ করে।

বর্ণনা: ব্লু গোল্ড প্রোগাম পারস্পরিক শিখন থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে ৩০ জন চাষী (১০ টি ব্যবস্থাপনা দল থেকে) গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের জন্য প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু স্থানীয় বাজারে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর বীজ না পাওয়ায় তারা ব্লু গোল্ড এর কাছে সহযোগীতা চাইলে ব্লু গোল্ড এর পক্ষ থেকে তাদের বীজের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। দুই জন কৃষককে চারা উৎপালনের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তারা সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করে। চারা উৎপাদনের পর ৩০ জন চাষীর মাঝে প্রয়োজন অনুযায়ী বিতরণ করা হয়। প্রত্যেক চাষী প্রায় ৩ শতাংশ জমিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করে। পরবর্তিতে তাদেরকে কারিগরি জ্ঞান দিয়ে সহযোগীতা করা হয়।

প্রতি শতাংশ জমিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো (জাত বারি-০৪) চাষ করতে খরচ হয় আনুমানিক ২৫০০/- (দুই হাজার পাঁচ শত) টাকা এবং উৎপাদন হয় আনুমানিক ১৬০- ১৭০ কেজি যার বাজার মূল্য ৮০০০/- থেকে ১০০০০/- টাকা। ফলে প্রতি শতাংশ জমিতে লাভ থাকছে ৫৫০০/- থেকে ৭৫০০/- টাকা যেখানে সময় লাগছে ৩-৪ মাস। আগামীতে সকল চাষী আরো বেশি জমিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করবে এবং এ বছর আরো তিনটি পারস্পরিক শিখন সফরের আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ২৪টি ডব্লিউ এম জি থেকে ১১৪ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেছে এবং আগামীতে নিজেরা গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের পরিকল্পনা করেছে। গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষে পোল্ডার ০২ সাতক্ষীরাতে ব্যাপক সাড়া পড়েছে।

সূচক ঃ টমেটো কৃষক ও উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যাবে।

সবল দিক ঃ এ ধরনের কাজে কৃষকরা অল্প খরচে এবং কম জমিতে অধিক পরিমান লাভবান হতে পারে। বাজারে অধিক চাহিদা থাকায় পাইকাররা বাড়িতে এসে ক্রয় করে নিয়ে যায়। নারীরা এ কাজে পুরুষদের সহযোগীতা করতে পারে।

চ্যালেঞ্জ ঃ কৃষককে খুবই সচেতন হতে হবে কারণ সাদা মাছি ও ভাইরাসের আক্রমণ হতে পারে। নিয়মিত হরমোন স্প্রে এবং অন্যান্য পরিচর্যা করা।

যোগাযোগ : **মোঃ আলমগীর হোসেন,** সদস্য (চাষী) দারিখা খা খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল, মোবাইল নং ০১৭৪৩৪৩১৮৬২।

মোঃ হুমায়ুন কবির, কার্যকরী সদস্য (চাষী) মরি'চাপ পানি ব্যবস্থাপনা দল, মোবাইল নং ০১৭৫৪৪৩০৪৩২।

মোঃ হাসান শেখ, সদস্য (চাষী) কৈ-খালী খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল, মোবাইল নং ০১৭৭৪০৫৩২০৮।

মোঃ নছিরুদ্দিন, সদস্য (চাষী) কুল্যা আমোদখালীতে পানি ব্যবস্থাপনা দল, মোবাইল নং ০১৭১৯৭১৪৫৯৯।

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

পানি ব্যবস্থাপনা দলের মাধ্যমে বেড়ী বাঁধে সামাজিক বনায়ণ

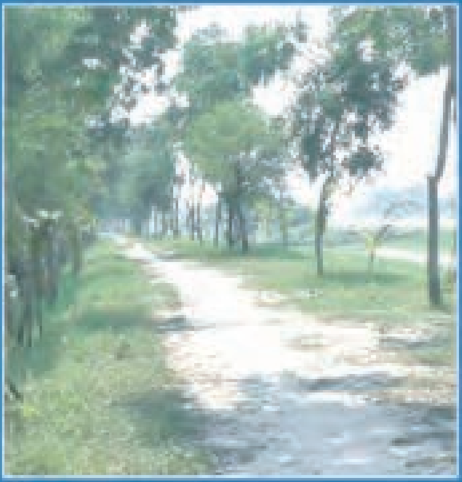

প্রেক্ষিত ঃ

রুদাঘরা পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতায় ১১১৭ টি খানা রয়েছে। যার মধ্যে ৬১৫ টি খানা হতে ৬৩৫ জন পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য হয়েছে এবং পানি ব্যবস্থাপনা দলে প্রতিনিধিত্ব করছে। নদীর পাড়ে গ্রামটি অবস্থিত হওয়ায় পানি ব্যবস্থাপনা দলের অধিকাংশ সদস্য মিলে বেড়ী বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে থাকেন। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২৫ নং পোল্ডারে ৬.৪ কিঃ মিঃ বেড়ী বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যার মধ্যে ৩.০০ কিঃ মিঃ বেড়ী বাঁধ রুদাঘরা পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতায়। বেড়ী বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণ কাজটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের তত্ত্বাবধায়নে ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। দলটি নিয়মিত বেড়ী বাঁধ এর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে থাকে।

বর্ণনা: রুদাঘরা পানি ব্যবস্থাপনা দল গত ১১-০৯-২০১৭ তারিখে গঠিত হয়। দলগত ভাবে যৌথ ভাবে অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড সম্পন্ন করছে। ৬৩৫টি খানার মধ্যে ৬১৫টি খানার সদস্য পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য হওয়ায় বর্তমানে তারা দলগতভাবে শক্তিশালী দল হিসাবে পরিচিত। ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমনঃ ইউনিয়ন পরিষদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বন বিভাগ এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্লু গোল্ডের অর্থায়নে বেড়ী বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণের পর দলের যোগাযোগের মাধ্যমে প্রায় ৩.০০ কিঃ মিঃ এলাকায় ৫০০ মেহগনি ৫০০ তালের চারা, ১০০০ নারিকেলের চারা রোপন করা হয়। এই কাজে অর্থায়ন করেছে বন বিভাগ ও পানি উন্নয়ন বোর্ড। পানি ব্যবস্থাপনা দল গাছ পাহাড়ার জন্য দুইজন পাহাড়াদার নিযুক্ত করেছেন। তাছাড়াও পরিচর্যার কাজে দলের সদস্যরা ছোট ছোট খরচ বহন করে থাকে। গাছ লাগানোর পরে ৩.০০ কিঃ মিঃ এলাকার গাছের চারা যত্ন ও পরিচর্যা করার বিষয়ে রুদাঘরা পানি ব্যবস্থাপনা দল কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এই উদ্যোগের ফলে আর্থিক ভাবে যেমন লাভবান হবে তেমনি বেড়ী বাঁধ আরো মজবুত ও টেকসই হবে এবং ঝড়ো হাওয়ার সময় এ গাছ গুলো গ্রামের ক্ষয় ক্ষতি কমিয়ে আনবে। বেড়ী বাঁধ সুরক্ষায় উদাহরন স্বরূপ।

সূচক ঃ সরজমিনে পরিদর্শন করলে দেখা যাবে। পানি ব্যবস্থাপনা দল ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করলে বিস্তারিত জানা যাবে।

সবল দিক ঃ কার্যকরী যোগাযোগ এবং দলীয় সম্প্রীতি রক্ষা করা এবং সঠিক নেতৃত্ব অব্যাহত রাখা।

চ্যালেঞ্জ ঃ গাছ সংরক্ষণ ও অংশীদারদের মধ্যে সহযোগিতা অব্যাহত রাখা।

যোগাযোগ : মোঃ আঃ মতলেব গোলদার,
সভাপতি, রুদাঘরা পানি ব্যবস্থাপনা দল,
মোবাইল নং ০১৭১০০৩৭১৭৫

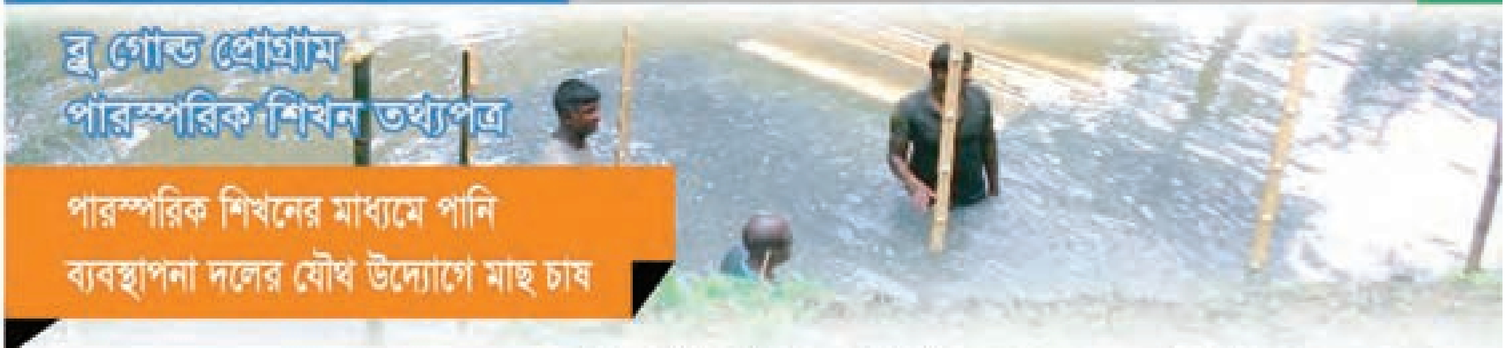

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

পারস্পরিক শিখনের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা দলের যৌথ উদ্যোগে মাছ চাষ

প্রেক্ষিত ঃ

চেঁচুঁড়ী পানি ব্যবস্থাপনা দল খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার পোল্ডার ২৫ এর ৬১টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের মধ্যে অন্যতম। সুষ্ঠ পানি ব্যবস্থাপনার জন্য খালের কচুরিপনা পরিষ্কার, নেটপাটা অপসারন, স্লুইসের সামনে খালের পলি অপসারন করে থাকে। সমাজ ভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা এবং কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালনার মাধ্যমে দলটি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখছে। অন্য দিকে দল এবং সদস্যদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বর্ণনা: ধামালিয়া ইউনিয়নের চেঁচুড়ী পানি ব্যবস্থাপনা দলের অন্তর্গত নঈমুদ্দিন খাল। ৬৪৫ জন সদস্য নিয়ে পানি ব্যবস্থাপনা দলটি গঠিত। ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার সকল কাজে পানি ব্যবস্থাপনা দলকে সহযোগিতা করে। এই বৎসর পার্শ্ববর্তী পানি ব্যবস্থাপনা দল ব্লু গোল্ডের সহযোগিতায় খালে সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষ করায় তারা নিজেদের পরিত্যক্ত খালে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ হয়ে যৌথভাবে খালের কচুরিপনা পরিষ্কার এবং দু'পাশে পাটা দিয়ে তাদের পরিত্যক্ত খালটিতে মাছ চাষ করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়। দলের আগ্রহী ৫৪ জন সদস্য নিয়ে পানি ব্যবস্থাপনা দল পরিকল্পনা তৈরী করে যৌথভাবে মাছ চাষ করছে। বিভিন্ন প্রজাতির (কাতলা, রুই, মৃগেল, সিলভার কার্প, স্বরপুটি) ৪৮০ কেজি পোনা মাছ ছাড়ে। মাছের খাবার, খাবার দেওয়ার জন্য ডেংগি নৌকা এবং মাছের পোনা ক্রয় বাবদ এ পর্যন্ত মোট খরচ হয়েছে ৭৬৯৮০/= টাকা। ব্লু গোল্ডের কারিগরী সহায়তা টীম তাদের কার্যক্রমকে সফল করার জন্য বিভিন্ন সময় মাঠ পরিদর্শনের সময় পরামর্শ দেন। জানুয়ারী থেকে মাছ বিক্রির পরিকল্পনা রয়েছে। তিন মাসে আরও খাবার বাবদ খরচ হতে পারে প্রায় ৪০০০০ টাকা। সভাপতি আশা প্রকাশ করেন যে, খরচ বাদে ১১০০০০-১১৫০০০ টাকা লাভ হতে পারে। লাভের ১% টাকা পানি ব্যবস্থাপনা দলকে দেওয়া হবে। তাতে সকল সদস্যরা লাভবান হবে এবং পানি ব্যবস্থাপনা দলের তহবিল গঠন হবে।

সূচক ঃ সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যাবে এবং পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য, কৃষক এবং ইউপি মেম্বারের সাথে আলোচনা করে জানা যাবে।

সবল দিক ঃ পানি ব্যবস্থাপনা দলের ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বের প্রতি সাধারণ সদস্যদের আস্থা এবং যৌথ কার্যক্রম করার জন্য মানসিকতা তৈরী

চ্যালেঞ্জ ঃ সফল নেতৃত্ব অব্যহত রাখা এবং দলীয় ঐক্য বজায় রাখা ।

যোগাযোগ : মোঃ শামসুর রহমান গাজী
সভাপতি, চেঁচুড়ী পানি ব্যবস্থাপনা দল, মোবাইল নম্বর: ০১৯২৭-০১৯৬৮৫

পানি ব্যবস্থাপনা দলে যৌথভাবে বোরো ধান বীজ ক্রয়ের সুফল

প্রেক্ষিত ঃ

বাংলাদেশের দক্ষিণ - পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত ব্লু গোল্ড প্রকল্প এলাকার পানি ব্যবস্থাপনা দল গুলো ক্রমশঃ শক্তিশালী দল হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় দলগুলো তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদন করে চলেছে। কৃষিকে অন্যান্য ব্যবসার মত লাভজনক করার জন্য ব্লুগোল্ড বাজারমুখী কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে এ দল গুলোর কৃষকদের বিভিন্ন রকম বাজারমুখী প্রশিক্ষণ ও কৌশল প্রদান করা হয়েছে। তারা বাজার ব্যবস্থাপনা এবং নেটওয়ার্কিং সম্পর্কে সচেতন হয়েছে এবং এর সুবিধাও বুঝতে পেরেছে এবং তারা যৌথকার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পানি ব্যবস্থাপনা দল যৌথভাবে সজিনা বিক্রয়, তিল বীজ ক্রয়, যৌথভাবে জমি কর্ষণ সম্পন্ন করেছে।

বর্ণনা: পোল্ডার ২৫ , ২৮/১ ও ৩১ পার্ট পোল্ডারের অন্যতম প্রধান ফসল বোরো ধান। কৃষক তার সংরক্ষিত বীজ দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহারের ফলে বীজের উৎপাদনশীলতা কমে যায় এবং রোগ এর সহনশীলতা তুলনামূলকভাবে কমে যায়। উচ্চফলনশীল বোরো ধানের ভিত্তি বীজ বা হাইব্রীড বীজ ব্যবহার করলে ফলন বর্তমান ফলন এর চেয়ে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ ফলন বেশি পাওয়া যায়। সেই সাথে এই ধান বীজ ধান হিসেবে ব্যবহার করলেও পূর্বের বীজ ধান হতে ৫-১০ শতাংশে বেশি ফলন পাওয়া যায়। পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা বিভিন্ন মার্কেট এক্টরের সাথে সংযোগ সভায় ভাল বীজের গুণাগুন ও খুচরা মূল্য/ পাইকারী মূল্য ও সেবা সমূহ সম্পর্কে জানতে পারেন। তারই ধারাবাহিকতায় আগ্রহী পানি ব্যবস্থাপনা দল গুলো বীজ ক্রয়ের জন্য বীজ বিক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন এবং দর যাচাই করতে থাকেন। উল্লেখ্য যে, পূর্বে তারা এককভাবে বীজ ক্রয় করলেও দর কষাকষির সুযোগ পেতেন না। সেই সাথে অতিরিক্ত পরিবহন খরচ ও অতিরিক্ত সময় ব্যয় হতো। পূর্বের ন্যায় এবছরও কিছু উদ্যোমী কৃষক এবার সিদ্ধান্ত নেন যে, তারা যৌথভাবে উচ্চফলনশীল বোরো ধানের বীজ ক্রয় করবেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৮টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের ৩৪৫ জন কৃষক দলগতভাবে ধান বীজ ক্রয় করেছেন। তারা দলগত ভাবে ধান বীজ ক্রয় করায় প্রতি কেজি বীজ হতে গড়ে প্রায় ২০ টাকা করে সাশ্রয় করতে সক্ষম হয়েছেন। এতে করে হিসাব করলে দেখা যায় ১৮টি পানি ব্যবস্থাপনা দল ৪০১০০ টাকা যৌথভাবে সাশ্রয় করতে সক্ষম হয়েছেন শুধু যৌথ ক্রয়ের মাধ্যমে, সেই সাথে সময় ও শ্রম এর হিসাব তো রয়েছেই। এই ২,০০৫ টন ধান বীজ দিয়ে ২৬৭.৮৭ হেক্টর জমিকে আধুনিক

ধান চাষ পদ্ধতির আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে, যা পোল্ডারবাসীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে ও আয় বৃদ্ধিতে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে। পানি ব্যবস্থাপনা দলের বাকি সদস্যরা এই যৌথ কার্যক্রম দেখে বুঝতে পেরেছেন যে যৌথভাবে ক্রয়/বিক্রয় করলে দর কষাকষির সক্ষমতা বাড়ে এবং অধিক লাভ করা সম্ভব।

পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা বুঝতে পেরেছেন যে অধিক উৎপাদনের জন্য এবং অধিক লাভের জন্য যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল ভাল বীজ ক্রয় করা সম্ভব এবং অধিক সংখ্যক সদস্যরা অনুপ্রাণিত হয়ে আগামী বছর আরও অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে আরও অধিক পরিমাণ বীজ যৌথভাবে ক্রয় করবেন এবং সেই সাথে অন্যান্য কৃষি উপকরণ ক্রয় ও বিক্রয় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।

সূচক: কৃষকের সাক্ষাতকার নিলে, উপকরণ বিক্রেতার সাক্ষাতকার নিলে,স্পট ভিজিট করলে বা পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাথে আলোচনা করলে এ সম্পর্কে তথ্য জানা যাবে।

সবল দিক: এ ধরনের কাজের ফলে কৃষক লাভবান হতে পারে; সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয় এবং ন্যায্য মূল্যে পণ্য ক্রয় করা সম্ভব। ফড়িয়া/পাইকার দ্বারা প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে

চ্যালেঞ্জ ঃ এ ধরনে কাজের ক্ষেত্রে দলনেতার সততার বা স্বচ্ছতার অভাব যৌথকার্যক্রমকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিতে পারে। বাজার সম্পর্কে ভাল ধারণা না থাকলে বা দুর্বল যোগাযোগের কারণে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে এবং অধিক সংখ্যক কৃষকদের সংগঠিত করা এবং সচেতন করে তোলা আরও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

যোগাযোগ : **খোরশেদ আলম,** সদস্য, আঙ্গরদহ পানি ব্যবস্থাপনা দল
মোবাইল নং ০১৭২২ ৮৫৭২৮৮
প্রতাপ কুমার ঘোষ, সভাপতি, খর্দিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দল
মোবাইল নং ০১৭২৪ ২৬৩৭০৫

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় প্রায় ২০ বছর পর খাল থেকে আঁড় বাঁধ অপসারণ

প্রেক্ষিত ঃ

হাজিখালী বিলের ৯৬০ বিঘা জমির পানি দুটি শিশাখাল দিয়ে হাজিখালী খালে গিয়ে পড়ত। শিশাখাল দুটি প্রায় ২০ বছর ডিসি অফিস থেকে ডিসিআর নিয়ে আড় বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করতো প্রভাবশালী মহল। ফলে হাজিখালী বিলের ৯৬০ বিঘা জমির পানি নিষ্কাশন হতে পারতো না।

বর্ণনা: হাজিখালী বিলের কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে শিশাখাল দুটি অবমুক্ত করার চেষ্টা করে আসছিল। কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ বছর এখানে সমাজ ভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা করা হলে কৃষকরা আবারও একত্রিত হয় এবং শিশাখাল দুটি অবমুক্ত করার চেষ্টা করে। প্রথমে ব্যর্থ হলে ও ইউনিয়ন পরিষদের সহয়তায় দুটি শিশাখালে ৪ টি আঁড় বাঁধ অপসারণে সফল হয়। কিন্তু শিশাখাল দুটির খালের পাশ উচু হওয়ায় বিলের পানি খালে নিষ্কাশন হতে সমস্যা হতো। এই সমস্যা নিয়ে কৃষক মাঠ স্কুলে আলোচনা হয় এবং সমাধানের জন্য স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে মাঠ নালা কাটার সিদ্ধান্ত হয়। পানি ব্যবস্থাপনা দলের সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক তাদের কে নাস্তা খাওয়ানো ব্যবস্থা করবেন বলে ঘোষনা দেন।

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরদিন সকাল দুইজন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও ব্লু গোল্ড প্রতিনিধি উপস্থিত হয়। ১৫ জন কৃষক

২০০ মিটার। যার ফলে হাজিখালী বিলের সমাজ ভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন সহ ৯৬০ বিঘা জমিতে আমন ধান রোপন সম্ভব হয়েছে এবং ফলন ভালো হবে বলে কৃষকরা আশাবাদি।

সূচক ঃ মাঠ পরিদর্শন, হাজিখালী বিলে দীর্ঘদিন পর আমন ধানের আবাদ আলোচনার মাধ্যমে জানা যাবে।

সবল দিক ঃ শক্তিশালী পানি ব্যবস্থপনা দল, কৃষক ও ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগীতা।

চ্যালেঞ্জ ঃ দখলদারকে পানি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বোঝানো এবং তাকে রাজী করানো।

যোগাযোগ ঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সভাপতি, হাজিখালী খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল, ধুলিহর ইউনিয়ন, পোল্ডার ০২, সাতক্ষীরা, মোবা: ০১৭১২৩১১১৫৫।
মোঃ নিয়াকত হোসেন, সদস্য, ধুলিহর ইউনিয়ন পরিষদ, মোবা: ০১৭৪৭১৫৩৮২৭।

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় কচুরীপানা অপসারণ

প্রেক্ষিত ঃ

৪৩/২ডি পোল্ডারের দক্ষিণ মরিচবুনিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতায় রাজাবাড়িয়া এবং মরিচবুনিয়া খালের ৩ কিমি. অংশে কচুরিপানা থাকায় পানি চলাচলে ব্যপক বাধার সৃষ্টি হয়। ফলে ৫০০ একর কৃষি জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্ট হয়। এ কারণে প্রায় ২৫০ জন কৃষক রোপা আমনের বীজতলা তৈরী ও সময়মত রোপন করতে না পারায় কাঙ্খিত ফলন পেতনা। অপরদিকে খালটিও দিন দিন ভরাট হয়ে যাচ্ছিল। এলাকায় পর্যাপ্ত নলকুপ না থাকায় এলাকার মানুষ রান্নাবান্না এবং গোসলের কাজে এই খালের পানি ব্যবহার করত। কিন্তু কচুরীপানার কারণে খালের পানি পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এলাকার মানুষ দুর্ভোগ পোহাচ্ছিল।

বর্ণনা: বিষয়টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে বিষয়টি জানালে তিনি আর্থিক আশ্বাস প্রদান করেন। গত ৫ জুন থেকে ১৫ জুন, ২০১৮ সময়ের মধ্যে দক্ষিণ মরিচবুনিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দল এবং তাকালবাড়িয়া পানি ব্যবস্থাপনা দলের ৮৫ জন সদস্যের অংশগ্রহণে রাজাবাড়িয়া এবং মরিচবুনিয়া খালের ৩ কিমি. অংশের কচুরিপানা পরিষ্কার করে। কচুড়িপানা অপসারনের কাজটি মরিচবুনিয়া ইউপির চেয়ারম্যান জনাব দেলোয়ার হোসেন মৃধা দাড়িয়ে থেকে তদারকি করেন। চেয়ারম্যান সাহেব ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল থেকে ২০০০০ (বিশ হাজার) টাকা সহায়তা প্রদান করেন। পাশাপাশি পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের কাছ থেকে পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ খাতে সংগৃহিত ৫৫০০০ (পঞ্চান্ন হাজার) টাকা কচুরীপানা পরিষ্কারে অংশগ্রহণকারী গরীব সদস্যদেরকে দেয়া হয়। এর ফলে ৫০০ একর কৃষি জমির জলাবদ্ধতা এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধান হয়।

সূচক ঃ এলাকার কৃষক, পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য ও ইউপি চেয়ারম্যান এর সাথে কথা বলে জানা যাবে, সরজমিন মাঠ/খাল পরিদর্শণের মাধ্যমে দেখা যাবে।

সবল দিক ঃ জলাবদ্ধতার নিরশন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। জীব বৈচিত্র এবং পরিবেশ ঠিক থাকবে। উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসলের চাষ বৃদ্ধি পাবে। সঠিক সময়ে বীজতলা তৈরী এবং চারা রোপন সম্ভব হবে। কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্যঝুকি কমবে।

চ্যালেঞ্জ ঃ নিয়মিত কচুরীপানা অপসারণ অব্যাহত রাখা।

যোগাযোগ : **দেলোয়ার হোসেন মৃধা,** চেয়ারম্যান, মরিচবুনিয়া ইউপি
ফোন- ০১৭১৬৯৮৬৮৩৩;

ফজলুর রহমান, সভাপতি, দক্ষিণ মরিচবুনিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দল,
মোবাইল নং ০১৭২৫৫২২১৬০

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে কাটাখালী খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল ও ইউনিয়ন পরিষদের সফল অংশিদারিত্ব

প্রেক্ষিত ঃ

কাটাখালী খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল পটুয়াখালী জেলার অর্ন্তগত গলাচিপা উপজেলার পোল্ডার ৫৫/২সি-এর উল্লেখযোগ্য একটি পানি ব্যবস্থাপনা দল। অত্র দলের আওতাধীন কৃষকগণ দীর্ঘদিন যাবত জলাবদ্ধতার কারণে দরিয়াবাদ বিলে সঠিক সময়ে আমন ধান চাষ করতে পারত না। কারণ এলাকার কিছু ব্যক্তি প্রভাবশালী বিভিন্ন স্থানে ৭টি আড়বাঁধ তৈরি। উক্ত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সভাপতি এলাকার কৃষকদের নিয়ে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করেন এবং ঐ ৭টি আড়বাঁধ কাটার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু পানি ব্যবস্থাপনা দলের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে তারা কাজটি বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়।

বর্ণনা: মোহাঃ সোহরাব মৃধা ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্য হিসেবে বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষন লাভ করেন। এই প্রশিক্ষন পেয়ে সবজি চাষের উপর তার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং বসতভিটায় সবজি চাষ শুরু করেন। প্রথমে তিনি ১০ শতাংশ জায়গায় সবজি চাষ শুরু করেন, কিন্তু সেখানে পরিবারের খাওয়ার পর খুব বেশী লাভ করতে পারেননি; তারপরও তিনি হাল ছাড়েননি, পরের মৌসুমে তিনি ১৮ শতাংশ জমির উপর সবজি চাষ করেন এবং এবার তিনি প্রথম থেকেই উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এবং ব্লু গোল্ডের সিডিএফের সাথে পরামর্শ করে বাজার চাহিদা অনুযায়ী উচ্চ মূল্যের সবজির জাত নির্বাচন করেন এবং আধুনিক চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। বিক্রির সময় তিনি বিভিন্ন বাজারে পাইকারের সাথে যোগাযোগ করে কোন বাজারে দাম বেশী সেখানে তার সবজি বিক্রি করেন, এবার নিজের শ্রম বাদে তিনি ৮,০০০ টাকা খরচ করে ২৫,০০০ টাকা লাভ করেন। এখন সোহরাব মৃধার সবজির বাগান গ্রামের অনেকেই দেখতে আসেন এবং তার নিকট থেকে সবজি চাষের উপর পরামর্শ গ্রহণ করেন।

সূচক ঃ কৃষকের সঙ্গে আলোচনা এবং সরজমিনে পরিদর্শন করলে এ সম্পর্কে তথ্য জানা যাবে।

সবল দিক ঃ ২০০ একর জমিতে তিন ফসল চাষ করা সম্ভব। যার ফলে, কৃষক অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভবান হবেন। ইউপি-এর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ ঃ সংগঠন ও ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় যে কাজটি করা হয়েছে তার নিয়মিত তদারকি না থাকলে স্বার্থান্বেষি মহল আবারো বাঁধ দিয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারে।

যোগাযোগ : **মোঃ শাহজাহান সিকদার,** সাধারণ সম্পাদক, কাটাখালী খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল।
পোল্ডার-৫৫/২সি, গলাচিপা, পটুয়াখালী, মোবাইল নং ০১৭১০৬৫৪৬২০

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম
পারস্পরিক শিখন তথ্যপত্র

শক্তিশালী পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠনে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা

প্রেক্ষিত ঃ

পোল্ডার ৩৪/২ পার্ট, খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলায় অবস্থিত। এ পোল্ডারটি ৩টি ইউনিয়নের এলাকায় বিস্তৃত বালিয়াডাঙ্গা ইউ.পি তার মধ্যে একটি। বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের এলাকায় ৯ টি পানি ব্যবস্থাপনা দল। ইতিমধ্যেই গণতান্ত্রিক উপায়ে পানি ব্যবস্থাপনা দলের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়েছে। বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বারগণ এবং নব নির্বাচিত পানি ব্যবস্থাপনা দলের ব্যবস্থাপনা কমিটি পানির সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথ ভাবে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

বর্ণনা: কাজের শুরুতে পোল্ডারে নানা প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। ব্লু গোল্ড প্রতিনিধি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সকল সদস্যদের সাথে প্রকল্পের কাজ, পানি ব্যবস্থাপনা দলের দায়-দায়িত্ব এবং কাজ বাস্তবায়নে ইউ.পি'র ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। বালিয়াডাঙ্গা ইউ.পি চেয়ারম্যান এবং মেম্বারগণ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনের মাধ্যমে এলাকার জনগণকে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য হওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন। যার ফলে পোল্ডারে ৩টি ইউনিয়নের মধ্যে অত্র ইউনিয়নে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্ধারিত সময়ে পানি ব্যবস্থাপনা দলের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়। বালিয়াডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মোঃ গোলাম মাওলার নেতৃত্বে গত ১৬/০১/২০১৮ তাং তারিখ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য এবং ইউপির সকল সদস্যদের নিয়ে বালিয়াডাঙ্গা ইউ.পি কার্যালয়ে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বিষয় যেমন:কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়ন, বেড়ীবাধ মেরামত, খাল পুর্ণখনন, অবকাঠমো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ, সমাজ ভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা দল ও ইউনিয়ন পরিষদ কিভাবে সমন্বয় করে কাজ করবে সে ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদল গঠন ও অবকাঠামো বাস্তবায়ন, শাখা খাল খনন এবং খাল পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে পানি ব্যবস্থাপনা দলকে সহযোগিতা করছেন। এলাকার শ্রমজীবি মানুষের মাধ্যমে কাজ করে অবকাঠমো সচল রাখা এবং দারিদ্রতা নিরসনে একসাথে কাজ করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন। চেয়ারম্যান নিয়মিত দলের কার্যক্রমের খোঁজ খবর নেওয়ায় ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের পরিকল্পিত কার্যক্রম যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে। এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগী হিসাবে যাতে পানি ব্যবস্থাপনা দল মুখ্য ভুমিকা রাখতে পারে সেই ব্যাপারে বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের ভুমিকা প্রসংশনীয় ও দৃষ্টান্তমূলক।

সূচক ঃ ইউ.পি'র চেয়ারম্যান , মেম্বার এবং পানি ব্যবস্থাপনা দলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সাক্ষাৎকার এবং আলোচনা করলে এই সফলতা সম্পর্কে জানা যাবে।

সবল দিক ঃ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাথে ইউ.পি'র ভাল সম্পর্ক ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি। অংশিদারি মনোভাব তৈরী যৌথকার্যক্রম গ্রহণ।

চ্যালেঞ্জ ঃ সহযোগিতা মূলক নেতৃত্ব চলমান রাখা।

যোগাযোগ : মোঃ গোলাম মাওলা, চেয়ারম্যান, বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ, বটিয়াঘাটা, খুলনা, পোল্ডার নং-৩৪/২ পার্ট, মোবাই নং ০১৭১১-১৪৫৪৭৯।

Blue Gold

উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

যোগাযোগে: ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, বি ডি আ ইসি ভবন (নতুন), ৫ম তলা, ১৪৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০২-৯৫১২৮২০ ▪ info@bluegoldbd.org ▪ bluegoldbd.org
www.facebook.com/bluegoldprogram

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর